# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের বিশেষ অডিট রিপোর্ট

## বিটিআরসি'র ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত

## প্রথম খন্ড

## ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর

[ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা অফিসের ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ অডিট রিপোর্ট]

---

[ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত ]

# সূচীপত্র


| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| ১. | কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়নপত্র ... ... | ক |
| ২. | মহাপরিচালকের বক্তব্য ... ... | খ |
| ৩. | প্রথম অধ্যায়<br>অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ... ... | ১ |
| ৪. | বিটিআরসি এবং নিরীক্ষা সংক্রান্ত কতিপয় ধারণা ... ... | ২ |
| ৫. | নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য ... ... | ৩ |
| ৬. | অডিট ফাইন্ডিংস ... ... | ৪-৫ |
| ৭. | অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ... ... | ৬ |
| ৮. | নিরীক্ষার সুপারিশ ... ... | ৭ |
| ** | দ্বিতীয় অধ্যায় | ৮ |
| ** | বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) | |
| ৯. | অনুচ্ছেদ নম্বর ১ হতে ২১ ... ... | ৯-৩৪ |
| ১০. | মহাপরিচালকের স্বাক্ষর ... ... | ৩৪ |

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই বিশেষ অডিট রিপোর্টটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হল।

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখঃ ২২/০৬/১৪২০ বঙ্গাব্দ
০৭/১০/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

খ

# মহাপরিচালকের বক্তব্য

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) অফিসের ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের ওপর ১১-০৯-২০১১ হতে ১৭-১১-২০১১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালিত হয়। উক্ত নিরীক্ষায় উত্থাপিত যে সকল আপত্তি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন সময়ে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি, সে সকল আপত্তিসমূহকে সংকলন করে এ বিশেষ অডিট রিপোর্টটি প্রণীত হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) লাইসেন্সিং কার্যক্রমের ওপর বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নমুনায়ন পদ্ধতি (Sampling Method) অনুসরণ করে নিরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনিষ্পন্ন গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ এই বিশেষ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিশেষ অডিট রিপোর্টটিতে মোট ২১ (একুশ) টি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে যে সকল আর্থিক অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচরে আনা হল তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের ওপর পরিচালিত নিরীক্ষার ফল যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকান্ডের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম বিবেচনা করে এর জবাব ৪ সপ্তাহ সময়সীমার মধ্যে প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে বিগত ১৩-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের জবাব না পাওয়ায় ২ সপ্তাহের সময় দিয়ে ২১-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। ২৩-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে যে জবাব পাওয়া যায় তা সুস্পষ্ট নয় বলে এ অডিট অধিদপ্তর হতে ০৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রেরিত পত্রে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ, ১৬-০৯-২০১২ খ্রিঃ এবং ১৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যে জবাব পাওয়া যায় তা নিস্পত্তিমূলক নয় বলে এ অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ০৩-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্রে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃপক্ষকে উক্ত অনিয়মসমূহের বিষয়ে যথাবিহিত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম যেন আর সংঘটিত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

স্বাক্ষরিত

( মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন )
মহাপরিচালক
ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

তারিখঃ ২০-০৫-১৪২০ বঙ্গাব্দ
০৪-০৯-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

# প্রথম অধ্যায়

## (অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

# বিটিআরসি এবং নিরীক্ষা সংক্রান্ত কতিপয় ধারণা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা অফিসের ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষা গত ১১-০৯-২০১১ হতে ১৭-১১-২০১১ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে জনাব আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক এর নেতৃত্বে সম্পাদন করা হয়। আলোচ্য নিরীক্ষায় উক্ত অফিসের ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা চলাকালে যে সকল অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে তা এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) অফিসটি ২০০২ সালের ৩১ শে জানুয়ারী তারিখে গঠিত হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর মাধ্যমে BTRC এর কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে ৪০টি অনুমোদিত পদের সাংগঠনিক কাঠামো দ্বারা BTRC পরিচালিত হয়। সময়ের চাহিদা এবং কমিশনের কার্যক্রম গুরুত্বের ব্যাপক প্রসারের ফলে গত ৩০-১২-২০০৮ তারিখে BTRC এর জন্য ৩৬৯ টি পদ সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়। বর্তমানে কমিশন তার কার্যক্রম প্রশাসন, সিস্টেম এন্ড সার্ভিসেস, স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অপারেশন্স, লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং এবং ফাইন্যান্স এন্ড রেভিনিউ ডাইরেক্টরেট এ ছয়টি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

০২। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ এর আওতায় BTRC, মোবাইল, আইজি ডব্লিউ (IGW), আই সি এক্স (ICX), আই আই সি এক্স (IICX), পিএসটিএন (PSTN), আইএসপি, ভেন্ডর, ভিস্যাট প্রোভাইডার, ভিস্যাট হাব, প্রিপেইড কলিং কার্ড, কল সেন্টার সহ মোট ২৬ টি ক্যাটাগরিতে ৮৭৪ টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। আর এ সকল লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, সংশোধন, বাতিল করা সহ বিভিন্ন রেগুলেশন প্রণয়নের কাজ BTRC 'র লীগাল এন্ড লাইসেন্সিং (LL) বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

০৩। কমিশন স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এর মাধ্যমে মোবাইল, IGW, ICX, IICX, PSTN, রেডিও টেলিভিশন চ্যানেল, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার, এরোনটিক্যাল মেরিটাইম ও মোবাইল রেডিও এর অনুকুলে (ন্যাশনাল ফ্রিকুয়েন্সী প্লান) অনুযায়ী ফ্রিকুয়েন্সী বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। বরাদ্দকৃত ফ্রিকুয়েন্সীর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং ছাড়াও কমিশন অনুমোদিত বেতার যন্ত্রপাতির ফি ও লেভী নির্ধারণ করে থাকে। কমিশন ইতিমধ্যে ৬টি মোবাইল অপারেটরকে ৯০.৮২ MHz বেতার তরঙ্গ বরাদ্দ করেছে। তন্মধ্যে ৬৩.৮২ MHz বিনামূল্যে এবং ২৭ MHz নির্দিষ্ট ফি এর বিপরীতে বরাদ্দ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য ২০০৮ সনে BTRC ১ মেগাহার্জ স্পেকট্রাম এর বাজার মূল্য ৮০ (আশি) কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে। BTRC একটি নন-ট্যাক্স (Non Tax) রাজস্ব আদায়কারী সংস্থা, BTRC ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত মোট ৯০৬৭.৬৭ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে। নিরীক্ষাকালে ৬টি মোবাইল অপারেটর, PSTN অপারেটর, IGW, ICX, IICX ও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল অপারেটরদের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা হয় এবং বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে পর্যালোচনায় ২৪ টি আপত্তি পাওয়া যায়। বর্তমানে বিশেষ অডিট রিপোর্টটিতে মোট ২১ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে যাতে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৬২৮.২৮ কোটি টাকা।

০৪। এই বিশেষ অডিট রিপোর্টে যে সমস্ত আর্থিক অনিয়ম এবং লাইসেন্স কার্যক্রমের উপর অনিয়ম তুলে ধরা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠানটির ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের কার্যক্রমের উপর পরিচালিত পরীক্ষামূলক নিরীক্ষার ফল, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকান্ডের ভুলত্রুটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নহে। বিশেষ নিরীক্ষা অডিট রিপোর্টে যে সমস্ত অনিয়ম তুলে ধরা হয়েছে, সে বিষয়ে যথাযথ সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ভবিষ্যতে যাতে একই প্রকারের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

# ( নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য )
# (Information about the Audit)

০১. নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান (Audited Units) = বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা।

০২. নিরীক্ষার সময়কাল (Audited Period)
- ১১-০৯-২০১১ হতে ২৩-১০-২০১১ =৩০ কর্মদিবস (অডিট)
- ২৪-১০-২০১১ হতে ০৩-১১-২০১১ =৯ কর্মদিবস (জবাব সংগ্রহ)
- ০৯-১১-২০১১ হতে ১৭-১১-২০১১=৭ কর্মদিবস (রিপোর্ট চূড়ান্ত করা)

০৩. নিরীক্ষার বৎসর (Audited Year) = BTRC'র ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়

০৪. নিরীক্ষার প্রকৃতি (Nature of Audit) = বিশেষ নিরীক্ষা (Special Audit)

০৫. নিরীক্ষা দলের সংখ্যা (Number of Audit Team) = ০১ (এক) টি।

সদস্যগণের নামঃ

| | |
|---|---|
| ১। জনাব আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক | (দলনেতা) |
| ২। জনাব মোঃ মজিবর রহমান, এএন্ডএও | সদস্য |
| ৩। জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল, এএন্ডএও | সদস্য |

০৬. তথ্য সংগ্রহের ধরণ (Pattern of Audit Information) = মৌলিক তথ্যসমূহ।

০৭. নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহের কৌশল (Audit Information Collection Technique) : চাহিদা পত্র ইস্যু।

# অডিট ফাইন্ডিংস
# (Audit Findings)

| অনুচ্ছেদ নম্বর | শিরোনাম | জড়িত টাকা |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১ | ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসিকে লাইসেন্স প্রদানে অনিয়ম এবং পরবর্তীতে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি (PBG) বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি। | ১৩,৩৪,০০,০০০ |
| ২ | ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এর ৭০% শেয়ার এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট হস্তান্তরের সময় কম হস্তান্তর ফি গ্রহণ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। | ৭৬,৯৬,১৯,৮৭৩ |
| ৩ | পলিসি লেভেলের দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন টেলিফোন কোম্পানী থেকে স্পেকট্রাম চার্জ আদায় না করায় বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি। | -- |
| ৪ | ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল লিঃ শেয়ার হস্তান্তর এর সময় ষ্ট্যাম্প মূল্য নির্ধারিত হারে ফি আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। | ২০,৯৯,৯৯,৯৭৯ |
| ৫ | একুশে টেলিভিশনের নিকট হতে তরঙ্গ ও বেতার যন্ত্রের লেভী / চার্জ আদায় না করায় এবং জরিমানা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি। | ৫৩,৩৪,০২,৪৩২ |
| ৬ | স্পেকট্রাম চার্জ প্রাইসিং ফর্মূলা অনুযায়ী Area Factor (AF) সঠিকভাবে হিসাব না করায় আর্থিক ক্ষতি। | ২৪,৭৪,২৩,৪০৪ |
| ৭ | Spectrum Tariff Unit (STU) এর মূল্য যথাসময়ে সংশোধন না করায় বিটিআরসি'র আর্থিক ক্ষতি। | ৬২,৪৭,২৩,১৬৪ |
| ৮ | ফ্রিকুয়েন্সী বরাদ্দে অনিয়মের কারণে একুইজিশন ফি বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। | ৮৪০,০০,০০,০০০ |
| ৯ | সেবা টেলিকম এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক রেভিনিউ শেয়ারিং আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। | ৬,১৬,৭৬,৫৯০ |
| ১০ | বিলম্বে রেভিনিউ শেয়ারিং এর অর্থ পরিশোধ করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। | ৯৪,৩৪,০০০ |
| ১১ | এয়ার টাইম চার্জ এর বকেয়া ফি ও রেভিনিউ শেয়ারিং এর বকেয়া অনাদায়ী। | ৩০,১৫,৯৭৬ |
| ১২ | বিটিআরসি'র অনুমোদন ব্যতীত TM International (Bangladesh) Limited (TMIB) এর নাম পরিবর্তন করে AXIATA (Bangladesh) Limited করার প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক জরিমানা কম আরোপ করায় আর্থিক ক্ষতি। | ৪৯৯,৯৭,০০,০০০ |
| ১৩ | বিলম্ব ফি আদায় না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি। | ৯৫,১০,৭০৯ |
| ১৪ | বিলম্বে মোবাইল সেটের রয়ালিটি ও লাইসেন্স ফি এর অর্থ পরিশোধ করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি। | ৪,০৫,২২,৮৪৫ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| ১৫ | বিলম্বে লাইনরেন্ট এর অর্থ পরিশোধ করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। | ১,৯৬,০২,৯২৭ |
| ১৬ | বিলম্ব ফি কম আদায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। | ৮৬,৬১,৬৭৩ |
| ১৭ | টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড রেভিনিউ শেয়ারিং এর অর্থ যথাসময়ে পরিশোধ না করায় জরিমানা আদায়যোগ্য। | ১,২৪,৬৫,০০০ |
| ১৮ | অবৈধকল টার্মিনেশনের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও সরকারী রাজস্ব ক্ষতির অর্থ আদায় না করায় ক্ষতি। | ১৪,০০,০০,০০০ |
| ১৯ | PSTN অপারেটর ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদেশ লিঃ অবৈধ VOIP এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। | ৪৯৯,৯৭,০০,০০০ |
| ২০ | ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে PSTN লাইসেন্স প্রদান। | ৬,০০,০০,০০০ |
| ২১ | অবৈধ VOIP ব্যবসা করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। | ৫০০,০০,০০,০০০ |
| | সর্বমোট = | ২৬২৮,২৮,৫৮,৫৭২ |

# ( অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ )
# ( Causes of Irregularities and Losses )

১. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ (২০০১ সালের ১৮নং আইন) যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন না করায় বিভিন্ন প্রকার অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

২. বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বিশাল অংকের রাজস্ব বকেয়া রয়েছে।

৩. সঠিকভাবে জরিমানা নির্ধারণ না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

৪. **Spectrum Tariff Unit (STU)** এর মূল্য যথাসময়ে সংশোধন না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

৫. স্পেকট্রাম চার্জ প্রাইসিং ফর্মুলা অনুযায়ী **Area Factor (AF)** সঠিকভাবে হিসাব না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

৬. যথাসময়ে বেতার তরঙ্গের মূল্য সংশোধন ও সেই অনুযায়ী চার্জ আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

৭. অবৈধ **VOIP** ব্যবসা করা সত্ত্বেও যথানিয়মে ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

৮. লাইসেন্স এর চুক্তি অনুযায়ী রাজস্ব প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

# ( নিরীক্ষার সুপারিশমালা )
# ( Audit Recomendation )

১. টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ (২০০১ সালের ১৮নং আইন) যথাযথভাবে অনুসরণ হওয়া আবশ্যক।

২. বকেয়া রাজস্ব জরুরী ভিত্তিতে আদায় হওয়া আবশ্যক।

৩. নির্ধারিত হারে জরিমানা আরোপ ও আরোপকৃত জরিমানার অর্থ সঠিক সময়ে আদায় হওয়া আবশ্যক।

৪. **Spectrum Tariff Unit (STU)** যথাসময়ে নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

৫. **Area Factor (AF)** চার্জ প্রাইসিং ফর্মুলা অনুযায়ী সঠিকভাবে নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

৬. যথাসময়ে বেতার তরঙ্গের মূল্য সংশোধিত হওয়া ও সেই মোতাবেক রাজস্ব আদায় হওয়া আবশ্যক।

৭. অনতিবিলম্বে **VOIP** ব্যবসা বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৮. লাইসেন্সের চুক্তি অনুযায়ী রাজস্ব আদায় হওয়া আবশ্যক।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-১।

শিরোনামঃ **ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসিকে লাইসেন্স প্রদানে অনিয়ম এবং পরবর্তীতে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি (PBG) বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি ১৩.৩৪ কোটি টাকা।**

বিবরণঃ

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসিকে লাইসেন্স প্রদানে কতিপয় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি চুক্তি ভঙ্গ করা সত্ত্বেও চুক্তির ৮.৯ ধারা মোতাবেক পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারেন্টি বাজেয়াপ্ত না করায় বিটিআরসি'র আর্থিক ক্ষতি হয় ১৩.৩৪ কোটি টাকা (**পরিশিষ্ট-ক সংযুক্ত**)।

- বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, লাইসেন্স প্রদান এবং পরবর্তীতে নিম্নবর্ণিত অনিয়ম সংঘটিত হয়ঃ

- বিটিআরসি'র ৩৭ তম (২৪-০৪-২০০৫ খ্রিঃ) এবং ৩৮ তম (২৯-০৫-২০০৫ খ্রিঃ) কমিশন সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ''এখন থেকে অধিকতর স্বচ্ছতা, উন্মুক্ততা, প্রতিযোগিতা ও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিএসটিএন এবং মোবাইল ফোনের লাইসেন্স Bidding / open auction এর মাধ্যমে দেয়া হবে।'' কিন্তু বাস্তবে কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Open Auction ব্যতীত বিটিআরসি ২০.১২.২০০৫ খ্রিঃ তারিখে শিরোনামে বর্ণিত অপারেটরকে লাইসেন্স প্রদান করে।

- বিটিআরসি তাদের ৩০ তম কমিশন সভায় ''আপাতত: সেলুলার মোবাইল টেলিফোন অপারেটর লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া শুরু করা হবে না'' মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্ত্বেও ২০-১২-২০০৫ তারিখে শিরোনামে বর্ণিত অপারেটরকে লাইসেন্স প্রদান করে।

- বিটিআরসি'র (লাইসেন্সিং প্রসিডিউর) ২০০৪ এর রেগুলেশন ৮ (৫) মতে দরপত্রের মাধ্যমে দু'খাম বিশিষ্ট কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব বিবেচনা করে যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেয়ার বিধান থাকা সত্ত্বেও বিটিআরসি বিগত ২০-১২-২০০৫ তারিখে শিরোনামে বর্ণিত অপারেটরকে আর্থিক প্রস্তাব দাখিল না করা সত্ত্বেও লাইসেন্স প্রদান করে।

- সংশ্লিষ্ট অপারেটর অর্থাৎ ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি এবং বিটিআরসি'র মধ্যে গত ২০-১২-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি হয়। উক্ত চুক্তির 1(j) ধারায় বলা হয়, "Licensee / Operator means GSM Cellular Mobile Telecommunication International LLC."

- সংশ্লিষ্ট অপারেটর ১৫-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে চুক্তির 1(j) ধারা সংশোধনের জন্য আবেদন করে। কিন্তু আবেদনে সুস্পষ্টভাবে কারণ ব্যাখ্যা না করা সত্ত্বেও বিটিআরসি উক্ত আবেদনের মাত্র ০২ দিন পর অর্থাৎ ১৭-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে কোনরূপ কারণ ব্যাখ্যা দাবী না করে 1(j) ধারা নিম্নরূপভাবে সংশোধন করে দেয়।

- "In clause 1(j) after the words Warid Telecom International LLC add and / or its hundred percent subsidiary in Bangladesh."

- উক্ত সংশোধনে প্রেক্ষিতে ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি গত ২৪-০৯-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে বিটিআরসিকে জানায় যে, ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি'র ১০০% সাবসিডিয়ার কোম্পানী। সুতরাং এখন হতে ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড বাংলাদেশে GSM সেলুলার মোবাইল অপারেটর হিসেবে ব্যবসা করবে এবং বিটিআরসি ২৮-০৯-২০০৬ তারিখে বিষয়টি মেনে নেয়।

- উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর ৩৭ নং ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, ''কোন লাইসেন্স বা উহার অধীন অর্জিত স্বত্ব সম্পূর্ণ বা আংশিক হস্তান্তরযোগ্য হইবে না এবং এইরূপ হস্তান্তর হইবে ফলবিহীন (Void)।''

- বিটিআরসি চুক্তির 1(j) ধারা সংশোধনের ফলে প্রকৃতপক্ষে ২টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। একটি হল ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি এবং অন্যটি ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড অথচ ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড বিটিআরসি'র নিকট লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেনি।

- ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি তাদের লাইসেন্স পাওয়ার আবেদনে GSM সেলুলার মোবাইল সংযোগের কোন অভিজ্ঞতা নেই মর্মে উল্লেখ করে যার প্রেক্ষিতে বিটিআরসি তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে অভিজ্ঞতার

জন্য বরাদ্দকৃত ১০ নম্বরের মধ্যে 'O' নম্বর প্রদান করে। ফলে দেখা যায় কোন ধরনের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বিটিআরসি ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসিকে লাইসেন্স প্রদান করে।

- ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি তাদের আবেদনে Connection চার্জ এর বেলায় Post Paid Customer এর ক্ষেত্রে ২০০০ টাকা এবং Pre Paid Customer এর ক্ষেত্রে ১০০০ টাকা Activation চার্জ এর প্রস্তাব করলে বিটিআরসি তাদের মূল্যায়নে ৫ নম্বরের মধ্যে 'O' প্রদান করে। এতদসত্ত্বেও বিটিআরসি সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে লাইসেন্স প্রদান করে।

- বিটিআরসি সংশ্লিষ্ট অপারেটরের আবেদন মূল্যায়নে পাকিস্তানে ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি এর মালিকানাধীন কোম্পানী Warid Telecom Pvt. Ltd (Pakistan) GSM সেলুলার মোবাইল সার্ভিস স্থাপন ও পরিচালনা করায় মোট '৩০' নম্বরের মধ্যে '৩০' নম্বর প্রদান করে। অথচ বিটিআরসি, লাইসেন্সের আবেদনের ১০নং শর্ত মোতাবেক সার্কভুক্ত দেশ ব্যবসা করার ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের Audited Financial Statement চাওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট অপারেটর শুধুমাত্র ১ বৎসরের Audited Financial Statement জমা দেয় কেননা Warid Telecom Pakistan ২০০৪ সনে পাকিস্তানে ব্যবসা শুরু করে। ফলে ৫ বৎসরের Audited Financial Statement না পাওয়া সত্ত্বেও বিটিআরসি লাইসেন্স প্রদান করে।

- ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি তাদের একাধিক ঠিকানা ব্যবহার করে বিভিন্ন এজেন্সী থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করেছে যেমন: এপার্টমেন্ট ৪১, বাড়ী- ১২, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা ঠিকানা ব্যবহার করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন থেকে ৩০-০৫-২০০৬ তারিখে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে। আবার ০১-০৬-২০০৬ তারিখে হাউজ নং- ৩৪, রোড নং- ১৯/৩, বনানী, ঢাকা ঠিকানা ব্যবহার করে আমদানী নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে সংগ্রহ করে।

- গত ১২-১২-২০০৬ তারিখে ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি তাদের নামে পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ প্রদত্ত ২০ কোটি টাকা ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এর নামে পরিবর্তন করার আবেদন করলে বিটিআরসি কোনরূপ আপত্তি না করে ১৪-১২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে বিষয়টি মেনে নিয়ে তাদেরকে অবহিত করে।

- ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি তাদের আবেদনে শেয়ার হোল্ডারের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাত ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য খাত বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয় এবং প্রমাণক হিসেবে বিনিয়োগ বোর্ডের সাথে বিনিয়োগ সম্পর্কিত সম্পাদিত চুক্তির কপি দাখিল করে। যার প্রেক্ষিতে বিটিআরসি তাদের আবেদন বিবেচনার সময় বিনিয়োগের জন্য ৩০ নম্বরের মধ্যে ৩০ নম্বর দেয়।

- আর তাছাড়া বিটিআরসি'র সাথে সম্পাদিত চুক্তির ৯.১ ধারা মতে বাংলাদেশে টেলিসেক্টর ব্যতীত অন্যান্য সেক্টরে বিনিয়োগ করবে মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং চুক্তির ৯.২ ধারা মতে প্রতি বৎসর শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছে সে সম্পর্কে একটি সার্টিফিকেট বিনিয়োগ বোর্ড হতে সংগ্রহ করে বিটিআরসি'তে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অপারেটর এ ধরনের কোন সার্টিফিকেট বৎসর ভিত্তিক জমা প্রদান করেনি।

- সংশ্লিষ্ট অপারেটর তাদের আবেদনে লাইসেন্স প্রাপ্তির পর প্রথম বৎসর ৫ লক্ষ, দ্বিতীয় বৎসর ৩০,১৫,০০০ এবং তৃতীয় বৎসর ২৫,২৯,০০০ অর্থাৎ ৩ বৎসরে সর্বমোট ৬০,৪৪,০০০ গ্রাহককে সংযোগ দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে। তাছাড়া লাইসেন্স চুক্তির ৮.৪ ধারা মোতাবেক ৩ বৎসর পর গ্রাহক সংখ্যা ৬০,৪৪.০০০ হতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হ'ল অপারেটর লাইসেন্স পায় ২০-১২-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে ০৯-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে এবং ডিসেম্বর ২০০৮ এ অর্থাৎ চুক্তির ৩ বৎসর পর তার গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩,৩০,০০০।

- এমতাবস্থায়, চুক্তির ৮.৪, ৯.১ এবং ৯.২ ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং ৩টি ধারা লঙ্ঘনের জন্য চুক্তির ৮.৯ ধারা মোতাবেক PBG বাবদ অনাদায় ২০ কোটি টাকা বিটিআরসি বাজেয়াপ্ত করেনি।

- সংশ্লিষ্ট অপারেটরের আবেদন মূল্যায়নে বিটিআরসি'র তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মাদ ওমর ফারুক একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিটিআরসি'র তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান জনাব এ এস এম রেজা-ই-রাব্বি এবং উক্ত কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিটিআর'সির তৎকালীন সদস্য সচিব জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর ১৮ ধারা মতে কমিশন সচিবের দায়িত্ব হ'ল ''সচিবের দায়িত্ব হইবে চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুযায়ী কমিশনের সভার আলোচ্য বিষয়সূচী এবং কমিশনের এতদ্‌বিষয়ক সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ, কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ, কমিশনারগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট নথি সংরক্ষণ এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্বপালন ও কার্য সম্পাদন।'' কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে কমিশন, কমিশন সচিবকে মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব

হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য কোনরূপ নির্দেশনা প্রদান করেনি শুধুমাত্র তৎকালীন চেয়ারম্যান কমিশন সচিবকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- ❑ নতুন ১টি GSM Cellular Mobile Telecom Operator License প্রদানের জন্য কমিশনের বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০৫-১০-২০০৫ তারিখে চারটি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৭ টি কোম্পানী bid document ক্রয় করে। পরবর্তীতে ২টি বিদেশী কোম্পানী ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল (এল,এল,সি) ও Unniah Telecom and Technologies Ltd. কমিশন বরাবর অফার / প্রপোজাল দাখিল করে। কমিশন চেয়ারম্যান ৭(সাত) সদস্যের একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য কমিশনের সচিবকে মনোনীত করা হয়। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নে ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল (এল,এল,সি) ১ম স্থান অধিকার করায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ ও ২০ কোটি টাকার পিবিজি প্রদানের শর্তে GSM Cellular Mobile Telecom Operator License ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ওয়ারিদ শর্ত মোতাবেক ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর বিনিয়োগ করেনি। লাইসেন্স এর শর্ত মোতাবেক ১ম বছরে Rollout Target পূর্ণ করতে না পারায় পিবিজি হতে ৬.৬৬ কোটি টাকা Encash করার জন্য পত্র প্রদান করলে ওয়ারিদ হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করে। তবে পরবর্তী বছরে জরুরী অবস্থার সরকারের সময় ৬.৬৬ কোটি টাকা ওয়ারিদ নগদে জমা প্রদান করে। তবে ৩য় বছরে আর টাকা আদায় করা যায়নি।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- ❑ আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- ❑ জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, লাইসেন্স চুক্তির ৮.৪, ৯.১ এবং ৯.২ ধারা লংঘন করা সত্ত্বেও বিটিআরসি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় পিবিজি বাজেয়াপ্ত করা যায়নি। উল্লেখ্য ১ম বৎসরে Rollout Target পূর্ণ করতে না পারায় ওয়ারিদ নগদে ৬.৬৬ কোটি টাকা জমা প্রদান করে। যা বাস্তব যাচাই করে সঠিক পাওয়া যায়। তবে পরবর্তী বছরসমূহে আর কোন টাকা আদায় করেনি, ফলে (২০.০০ কোটি - ৬.৬৬ কোটি)=১৩.৩৪ কোটি টাকা আদায় করা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, বিটিআরসি'র সাথে সম্পাদিত চুক্তির ৯.১ ধারামতে ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এল এল সি বাংলাদেশে টেলিসেক্টর ব্যতীত অন্যান্য সেক্টরে বিনিয়োগ করবে মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং চুক্তির ৯.২ ধারামতে প্রতি বৎসর শেষ হওয়ায় ৩০ দিনের মধ্যে কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছে সে সম্পর্কে একটি সার্টিফিকেট বিনিয়োগ বোর্ড হতে সংগ্রহ করে বিটিআরসি'তে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অপারেটর এ ধরনের কোন সার্টিফিকেট বৎসর ভিত্তিক জমা প্রদান করেনি। এমনকি ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংশ্লিষ্ট অপারেটর প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ করেছিল কিনা তার কোন প্রমাণক অডিটি প্রতিষ্ঠান অডিট টিমের নিকট উপস্থাপন করতে পারেনি। ফলে প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট অপারেটর যথাসময়ে ৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেনি।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- ❑ ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এল, এল, সি এর নিকট হতে প্রাপ্ত পিবিজি'র উক্ত ১৩.৩৪ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত / আদায় করা আবশ্যক এবং এ ব্যর্থতার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মিতভাবে ওয়ারিদকে লাইসেন্স প্রদানের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২।

শিরোনামঃ **ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এর ৭০% শেয়ার এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট হস্তান্তরের সময় কম হস্তান্তর ফি গ্রহণ করায় সরকারের ৭৬,৯৬,১৯,৮৭৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণঃ

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু হতে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনালের নথি, এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ এর নথি, অপারেটর ভিত্তিক ইনকাম নথি, অডিট রিপোর্টসমূহ এবং ওয়ারিদ এর শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এর ৭০% শেয়ার এয়ারটেল এর নিকট হস্তান্তরের সময় কম হস্তান্তর ফি গ্রহণ করায় সরকারের ৭৬,৯৬,১৯,৮৭৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (**পরিশিষ্ট-"খ" সংযুক্ত**)।

বিস্তারিত পর্যালোচনাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ এর ৩১ এর ২(ক) ই বিধি মোতাবেক কমিশন, নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে ইস্যুকৃত লাইসেন্স পারমিট ও সনদ এর নবায়ন, হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ, স্থগিত করা ও বাতিলকরণ করতে পারবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ওয়ারিদ এর ৭০% শেয়ার এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট হস্তান্তর এর সময় উক্ত মোবাইল কোম্পানীর ২০০৮-২০০৯ এর অডিট রিপোর্ট ও সম্পদের মুল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী সম্পদ / শেয়ার এর মূল্য হিসাব করে হস্তান্তর ফি গ্রহণ করা হয়নি।
- ওয়ারিদ টেলিকম লিঃ এর ২০০৮-২০০৯ আর্থিক সালের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী Statement of changes in Equity এর বিবরণ নিম্নরূপঃ

| ব্যালেন্স | শেয়ার ক্যাপিটাল | শেয়ার মানি ডিপোজিট | Accumulated Loss | মোট সম্পদ |
|---|---|---|---|---|
| ১লা জুলাই/০৭ | ৯২৬,১৪,৯৫,৩০০/- | ৯২,৩৮,৪৭,৭৭৫/- | ৩৩৪,৭৬,৪১,৯০২/- | (+) ৬৮৩,৭৭,০১,১৭৩/- |
| ৩০শে জুন/০৮ | ৯২৬,১৪,৯৫,৩০০/- | ৯৮৯,১২,৬৭,৭৭৭/- | ১৪৩২,৮৪,০৯,৫১০/- | (+)৪৮২,৪৩,৫৩,৫৬৫/- |
| ৩০শে জুন/০৯ | ২০০০,০০,০০,০০০/- | ৩৬৪,১৮,০৮,৬০৮/- | ২৩৯১,০৭,৬২,৩৪৯/- | (-) ২৬,৮৯,৫৩,৭৪১/- |

- উপরোক্ত Statement of changes in Equity থেকে দেখা যায় যে, জুলাই/২০০৭ হতে জুন/২০০৮ পর্যন্ত সময়কালে মোট সম্পদ (+) ধনাত্নক ছিল। হঠাৎ করে জুন/২০০৯ সালে ২৩৯১.০৭ কোটি টাকা Accumulated Loss দেখিয়ে মোট সম্পদ (-) ঋণাত্নক দেখানো হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৭-২০০৮ সালে সম্পদ ধনাত্নক থাকা সত্ত্বেও ২০০৯ সালে বিশাল অংকের অর্থাৎ ২৩৯১.০৭ কোটি টাকা Accumulated Loss দেখিয়ে সম্পদ ঋণাত্নক (Nagetive equity) প্রদর্শন করা হয়। যা যথাযথ নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

- Nagetive equity এর কারণে ওয়ারিদের সম্পদের টোকেন মূল্য ১ লক্ষে মার্কিন ডলার ধরে হস্তান্তর ফি বাবদ মাত্র ৩,৮০,০৫০ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে।

- উল্লেখ্য যে, একই অর্থ বৎসরে এ্যাকটেল টেলিকম লিঃ এর শেয়ার রবির নিকট হস্তান্তর সময় উক্ত কোম্পানীর শেয়ারের মোট মূল্য ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপর ৫.৫% হারে U.S.D ১,৯২,৫০,০০০ সমমূল্যের ১৩১,৬৭,০০,০০০ টাকা হস্তান্তর ফি গ্রহণ করে বিটিআরসি হস্তান্তর অনুমতি প্রদান করে।

- টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ এর অধিকতর সংশোধন অধ্যাদেশ-২০০৭ মোতাবেক কমিশন শেয়ার হস্তান্তর এর অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের / শেয়ার মূলধনের ৫.৫% হারে হস্তান্তর ফি আদায় করে হস্তান্তর অনুমতি প্রদান করার কথা উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও উক্ত কোম্পানীর সম্পদ / শেয়ার মূলধন অনুযায়ী ৫.৫% হারে হস্তান্তর ফি গ্রহণ করা হয়নি।

- উক্ত কোম্পানীর ৩০ শে জুন-২০০৯ তারিখে সমাপ্ত অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী মোট শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৩৯৯,৯৯,৯৮,৬০০ টাকা হিসাবে হস্তান্তর ফি দাঁড়ায় ৭৬,৯৯,৯৯,৯২৩ টাকা। কিন্তু হস্তান্তর ফি গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র ৩,৮০,০৫০ টাকা। ফলে সরকারের (৭৬,৯৯,৯৯,৯২৩ - ৩,৮০,০৫০)=৭৬,৯৬,১৯,৮৭৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ কোম্পানী আইন (কোম্পানীজ এ্যাক্ট-১৯৯৪) অনুযায়ী ষ্ট্যাম্প এ্যাক্টই এর-১১, ১২ এবং ১৭ সেকশনের বিধান অনুসারে নিবন্ধিত কোম্পানীর যে কোন শেয়ার হস্তান্তরের জন্য শেয়ারের মোট বিক্রয় মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা করে মুদ্রণকৃত শেয়ার হস্তান্তর ষ্ট্যাম্প সরকারী ট্রেজারী হতে ক্রয় করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কোন তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত কোম্পানীর মূল্য ১ লাখ U.S.D নির্ধারণ করেছে তার ব্যাখ্যা বিটিআরসি'র নিকট নেই।

- ওয়ারিদের Paid up capital ২০০০ কোটি টাকা থেকে ৪৭০০ কোটি টাকা তে উন্নীত করার লক্ষ্যে অর্ডিনারী শেয়ার ২০ কোটি থেকে ৪৭ কোটিতে উন্নীত করা হয়। উল্লেখ্য প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ১০০ টাকা।

- বিটিআরসি'র ৮৫ তম বোর্ড সভায় অর্থাৎ ০৪-০১-২০১০ তারিখে ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনালকে ৭০% শেয়ার এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট হস্তান্তর করার অনুমতি প্রদান করা হয়।

- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই ওয়ারিদ তার ১০০ টাকার ফেস ভ্যালুর প্রতিটি শেয়ারের মূল্য হ্রাস করে মাত্র ০.০৬ টাকায় নির্ধারণ করে ১১,৪৪,৭৪,৬৪০ টি শেয়ার (১,০০,০০০ USD) =৬৮,৬৮,৪৭৮ টাকায় এয়ারটেল এর নিকট হস্তান্তর করে।

- ওয়ারিদ লিঃ এর অনুমোদিত ২০,০০,০০,০০০ টি শেয়ারের মধ্যে ওয়ারিদের প্রকৃত শেয়ার ১৯,৯৯,৯৯,৯৮০ টি। উক্ত শেয়ারের ৭০% =১৩,৯৯,৯৯,৯৮৬ টি শেয়ার এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু ওয়ারিদ ১১,৪৪,৭৪,৬৪০ টি শেয়ার প্রতিটি ০.০৬ টাকা হিসাবে সর্বমোট ৬৮,৬৮,৪৭৮ টাকার বিনিময়ে এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট হস্তান্তর করে।

- বিটিআরসি এয়ারটেল লিমিটেড কে বাংলাদেশে নতুনভাবে ৩০০ মিলিয়ন U.S.D বিনিয়োগের শর্তে ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এর ৭০% শেয়ার এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করায় এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ নিম্নলিখিতভাবে বিনিয়োগ দেখায়:

(1). Loan Repayments (Foreign) =75.50 million USD.
(2). Loan Repayments (Local)=45.17 million USD.
(3). Payment to Loan Vendors=58.32 million USD.
(4). Payment to Others operators Interconnect =11.21 million USD.
(5). Network Expansion =37.69 million USD.
(6). Operational Deficit =23.04 million USD.

Total Utilization =250.92 million USD.
Remaining balance = 49.08 million USD.
Grand Total =300.00 Million USD.

- ওয়ারিদ টেলিকম লিঃ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর অনুমোদন ছাড়াই ০৩-০১-২০১০ তারিখে ৭০% শেয়ার অর্থাৎ ১১,৪৪,৭৪,৬৪০ টি শেয়ার ১০০ টাকা ফেস ভেলুতে এয়ারটেল লিঃ এর নিকট মাত্র ১,০০,০০০ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে এয়াটেল লিঃ ৩০০ কোটি USD বিনিয়োগ করলে ওয়ারিদ তার ২০ কোটি শেয়ারকে ৪৭ কোটিতে রূপান্তর করে। উক্ত শেয়ার ক্যাপিটাল বৃদ্ধির ঘটনাটি সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ২৩-০২-২০১০ তারিখে নং-SEC/C-1/CPLC(PVT) -106/2006/371 নং পত্রের মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করে। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর অনুমোদনের পর ওয়ারিদ ২৫-০২-২০১০ তারিখে এয়ারটেল এর নিকট ২৫,৯৮,২৮,০৫৭ টি শেয়ার ফ্রেশভাবে হস্তান্তর করে। উক্ত শেয়ারের মূল্য ২০৭৪, ৫০,০০,০০০ টাকা প্রদর্শন করা হয়।

- ফলে দেখা যায় ১ মাস পূর্বে যেখানে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য দেখানো হয় ০.০৬ টাকা আর ১ মাস পর অর্থাৎ ২৫-০২-২০১০ তারিখে ২৫,৯৮,২৮,০৫৭ টি শেয়ারের মূল্য ২০৭৪,০৫,০০,০০০ টাকা দেখানোর ফলে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য দাঁড়ায় ৭৯.৮২ টাকা। এতে প্রতীয়মান হয় সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ০.০৬ টাকা দেখানো হয়।

- সঠিকভাবে ওয়ারিদের সম্পদের মূল্য নির্ধারিত হলে বিটিআরসি ও জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী বিপুল পরিমাণ রাজস্ব অর্জন করতে সক্ষম হতো।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- কোন কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি বিটিআরসি'র আওতাভুক্ত নহে। ওয়ারিদ টেলিকমের শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রস্তাবিত শেয়ার মূল্যের উপর ভিত্তি করে শেয়ার ট্রান্সফার ফি কমিশনে জমা নেয়া হয়েছে। শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত যে কোন ফিস বা চার্জ আদায়ের দায়িত্বে যৌথ মূলধন ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর এর যা উক্ত সংস্থা আদায় করে থাকে। ওয়ারিদ টেলিকমের শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদনক্রমে যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। লাইসেন্সের শর্তের বাধ্যবাধকতার কারণে কমিশন ওয়ারিদ টেলিকমকে তাদের প্রস্তাবিত শেয়ার ট্রান্সফারের অনুমতি প্রদান করেছে। টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন'২০০১ এর ধারা ৩৭ এর উপধারা ২ (ঝ) (অ) অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক কোন প্রকার ফি আদায়ের বিধান নেই।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব সন্তোষজনক নহে। কেননা টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর ৩১ এর ২(ক) ই বিধি মোতাবেক ওয়ারিদ টেলিকমের শেয়ার হস্তান্তরের সময় উক্ত মোবাইল কোম্পানীর ২০০৮-২০০৯ এর অডিট রিপোর্ট ও সম্পদ মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী সম্পদ / শেয়ার মূল্য হিসাব করে হস্তান্তর ফি গ্রহণ করা হয়নি, তাছাড়া টেলিযোগাযোগ আইন,২০০১ এর অধিকতর সংশোধন অধ্যাদেশ ২০০৭ মোতাবেক কমিশন শেয়ার হস্তারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে মোট সম্পদ / শেয়ার মূলধনের ৫.৫% হারে হস্তান্তর ফি আদায় করে হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান না করার ফলে সরকারের ৭৬,৯৬,১৯,৮৭৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এর নিকট হতে সমুদয় টাকা আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩।

**শিরোনামঃ পলিসি লেভেলের দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন টেলিফোন কোম্পানী থেকে স্পেকট্রাম চার্জ আদায় না করায় বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি।**

**বিবরণঃ**

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরু থেকে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিটিআরসি ৪টি মোবাইল কোম্পানীকে লাইসেন্স প্রদান করে। বিটিআরসি ২০-১২-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এল এল সিকে ১৫ বৎসরের জন্য জিএসএম সেলুলার মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন্স সার্ভিসেস অপারেটর লাইসেন্স প্রদান করে। উক্ত লাইসেন্স প্রদানকালে ওয়ারিদ টেলিকম এর নিকট থেকে License Acquisition Fee বাবদ US $ ৫০ মিলিয়ন (৩৩০,৭৫,০০,০৫৫ টাকা) আদায় করে। উক্ত লাইসেন্স প্রদানকালে অর্থাৎ ২০-১২-২০০৫ তারিখে বিটিআরসি ওয়ারিদ টেলিকমকে GSM ১৮০০ ব্যান্ড থেকে ১৫ MHz তরঙ্গ বিনামূল্যে ১৫ বৎসরের জন্য অর্থাৎ ১৯-১২-২০২০ তারিখ পর্যন্ত বরাদ্দ প্রদান করে (পরিশিষ্ট-গ সংযুক্ত)।

- বিটিআরসি ১১-১১-১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখে গ্রামীণ ফোনকে ৫ MHz ১৫ বৎসরের জন্য অর্থাৎ ১০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত, বাংলালিংক-কে ১১-১১-১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখে ৫ MHz ১৫ বৎসরের জন্য অর্থাৎ ১০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত, এ্যাক্সিয়াটা বাংলাদেশ লিঃ (রবি) কে ১১-১১-১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখে ৫ MHz ১৫ বৎসরের জন্য অর্থাৎ ১০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিনামূল্যে বরাদ্দ প্রদান করেছিল।

- বেতার তরঙ্গ সীমিত জাতীয় সম্পদ। আর সে কারণেই বিটিআরসি ২০০৫ সনে 'Spectrum Pricing policy' প্রণয়ন করে এবং এর ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সনে বিটিআরসি প্রতি MHz তরঙ্গের মূল্য ৮০ কোটি টাকা ধার্য করে এবং ২০০৮ সনে তিনটি কোম্পানীকে অতিরিক্ত (extra) MHz বরাদ্দ দিয়ে গ্রামীণ ফোন লিঃ হতে ৭.৪ MHz এর মূল্য বাবদ ৫৯২ কোটি টাকা, ওরাসকম টেলিকম (বাংলালিংক) এর নিকট হতে ২.৬ MHz তরঙ্গের মূল্য বাবদ ২০৮ কোটি টাকা এবং এ্যাক্সিয়াটা বাংলাদেশ লিঃ (রবি) এর নিকট হতে ২ MHz তরঙ্গের মূল্য বাবদ ১৬০ কোটি টাকা আদায় করে।

- উল্লেখ্য যে, গত ১৫-৭-২০১০ তারিখে ওয়ারিদ e-GSM ব্যান্ডে ৫ MHz তরঙ্গ বরাদ্দের জন্য আবেদন করলে বিটিআরসি ১২-৮-২০১০ তারিখে GSM ১৮০০ ব্যান্ডের পূর্বে বরাদ্দকৃত ১৫ MHz তরঙ্গ থেকে ৫ MHz তরঙ্গ প্রত্যাহার পূর্বক e-GSM ব্যান্ডে নতুন ৫ MHz তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করে। বিটিআরসি ড্রাফট রেগুলেটরি এন্ড লাইসেন্স গাইড লাইন ২০১১ প্রণয়ন করে এবং উক্ত ড্রাফট গাইড লাইনে GSM ১৮০০ ব্যান্ডে প্রতি MHz এর মূল্য ১৫০ কোটি টাকা এবং e-GSM ব্যান্ডে প্রতি MHz এর মূল্য ৩০০ কোটি টাকা ধার্য করে। উল্লেখ্য, ওয়ারিদকে ৫ MHz তরঙ্গ প্রত্যাহার পূর্বক e-GSM ব্যান্ডে নতুন ৫ MHz তরঙ্গ বরাদ্দের সময় রূপান্তর চার্জ বাবদ কোন টাকা আদায় করেনি। তাছাড়া বিটিআরসি কোন কোম্পানী থেকেই মূল বরাদ্দকৃত তরঙ্গের উপর ২০০৮ সন থেকে কোন চার্জ ধার্য ও আদায় করেনি। অর্থাৎ বিটিআরসি টেলিফোন কোম্পানীগুলো থেকে চার্জ আদায়ের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। ২০০৮ সন থেকে চার্জ আদায় করলে ১৯৯৬ সনে বরাদ্দ দেয়া ৩টি কোম্পানী থেকে (১৫ MHz×৮০)=১২০০ কোটি টাকা এবং ওয়ারিদ থেকে (১০ MHz×৮০)=৮০০ কোটি টাকা এবং একই কোম্পানী থেকে e-GSM ব্যান্ডে (৫ MHz×৩০০)=১৫০০ কোটি টাকা অর্থাৎ ২৩০০ কোটি টাকা সর্বমোট (১২০০+২৩০০)= ৩৫০০ কোটি টাকা বিটিআরসি'র আয় হতো। এভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে বিটিআরসি'র বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- আরো উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ অনুসারে বিটিআরসি'র অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হ'ল উন্নত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত সেবা প্রদানকারী তথা বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং এতে উৎসাহ দান করা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে টেলিফোন কোম্পানীগুলোর মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি বিটিআরসি স্পেকট্রাম চার্জ আদায়ে কোন সঠিক পরিকল্পনা করেছে মর্মে দেখা যায় না।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় হতে ১১-১১-১৯৯৬ তারিখে গ্রামীণ ফোন, রবি এ্যাক্সিয়াটা এবং ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিঃ কে কোন প্রকার এ্যাকুইজিশন ফি গ্রহণ ব্যতিরেকে সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তাদের লাইসেন্সের মেয়াদ ১৫ বৎসর। ফলে নেটওয়ার্ক দ্রুত সম্প্রসারিত হয় ও টেলিকম

সেক্টর বিকশিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে ওয়ারিদ টেলিকম সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর লাইসেন্সের জন্য আবেদন করলে ২০-১২-২০০৫ তারিখে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এ্যাকুইজিশন ফি এর বিনিময়ে ১৫ MHz তরঙ্গ ১৫ বৎসরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। যাতে ৩৩০,৭৫,০০,০৫৫ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে এবং এটিই ছিল তৎকালীন সময়ে কোন একক মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে লাইসেন্স সংক্রান্ত সর্বোচ্চ রাজস্ব আয়। তখনও পর্যন্ত কোন মোবাইল অপারেটরের নিকট হতে জি এস এম ব্যান্ডের স্পেকট্রাম চার্জ গ্রহণ করা হয়নি। তবে এই উচ্চমূল্যের এ্যাকুইজিশন ফির বিনিময়ে লাইসেন্স প্রদান পরবর্তীতে তরঙ্গ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতি মেগাহার্জ তরঙ্গের মূল্য ৮০ কোটি টাকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে। ফলশ্রুতিতে লাইসেন্সের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার তিন বছর পূর্বে ৩০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে গ্রামীণফোন, রবি এ্যাক্সিয়াটা ও ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিঃ কে সর্বমোট ১২ মেগাহার্জ তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদানের ফলে সরকারের ৯৬০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়েছে। তাই উক্ত কোম্পানীর অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দের সময় স্পেকট্রাম চার্জ আদায় না করার বিষয়টি সঠিক ছিল।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ, টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ অনুযায়ী বিটিআরসি এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো উন্নত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত সেবা প্রদানকারী তথা বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং এতে উৎসাহ প্রদান করা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন দেখা যায়নি। ফলে বিটিআরসির জবাব যথাযথ নয়। বিটিআরসি ২০০৫ সনে 'Spectrum Pricing policy' প্রণয়ন করে এবং এর ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সনে বিটিআরসি প্রতি MHz তরঙ্গের মূল্য ৮০ কোটি টাকা ধার্য করে এবং গ্রামীণ ফোন লিঃ হতে ৭.৪ MHz এর মূল্য বাবদ ৫৯২ কোটি টাকা, ওরাসকম টেলিকম (বাংলালিংক) এর নিকট হতে ২.৬ MHz তরঙ্গের মূল্য বাবদ ২০৮ কোটি টাকা এবং এ্যাক্সিয়াটা বাংলাদেশ লিঃ (রবি) এর নিকট হতে ২ MHz তরঙ্গের মূল্য বাবদ ১৬০ কোটি টাকা আদায় করে। উল্লেখ্য যে, এয়ারটেল ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানী সমূহের লাইসেন্স এর মেয়াদ ২০১১ সনে শেষ হয়েছে এবং পরবর্তীতে তারা তাদের লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু ২০০৮ সনে যেখানে অতিরিক্ত MHz বরাদ্দ নেয়ার জন্য ৩টি মোবাইল কোম্পানীর নিকট হতে ৮০ কোটি টাকা করে স্পেকট্রাম চার্জ বিটিআরসি আদায় করেছে সেহেতু বিটিআরসি'র দায়িত্ব ছিল সকল মোবাইল কোম্পানীর নিকট হতে সর্বমোট বরাদ্দকৃত MHz এর মূল্য ( প্রতি MHz এর মূল্য ৮০ কোটি টাকা ) আদায় করা।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- ২০০৮ সন থেকে কার্যকর স্পেকট্রার্ম চার্জ সংশ্লিষ্ট রেট অনুযায়ী সকল কোম্পানী থেকে আদায় না করার এবং এ বিষয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা না করার কারণ ব্যাখ্যা আবশ্যক এবং উক্ত বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪।

শিরোনামঃ **ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল লিঃ শেয়ার হস্তান্তর এর সময় ষ্ট্যাম্প মূল্য বাবদ নির্ধারিত হারে ফি আদায় না করায় সরকারের ২০,৯৯,৯৯,৯৭৯ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণঃ

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু থেকে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনাকালে ওয়ারিদ ও এয়ারটেল এর লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত নথি ও মোবাইল অপারেটরগণের আয় সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ওয়ারিদ টেলিকম, এয়ারটেল এর নিকট শেয়ার হস্তান্তর করার সময় কোম্পানী আইনে ষ্ট্যাম্প মূল্য বাবদ নির্ধারিত হারে ফি আদায় না করায় সরকারের ২০,৯৯,৯৯,৯৭৯ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (**পরিশিষ্ট-"ঘ" সংযুক্ত**)।

<u>বিস্তারিত পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে,</u>

- বাংলাদেশ কোম্পানী আইন (কোম্পানীজ এ্যাক্ট-১৯৯৪) অনুযায়ী ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট এর-১১, ১২ এবং ১৭ সেকশনের বিধান অনুসারে নিবন্ধিত কোম্পানীর যে কোন শেয়ার হস্তান্তরের জন্য শেয়ারের মোট বিক্রয় মূল্যের ১.৫০% হারে রাজস্ব হিসাবে সরকারী কোষাগারে জমা করে মুদ্রণকৃত ষ্ট্যাম্প সরকারী ট্রেজারী হতে ক্রয় করতে হবে।

- দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত শেয়ার হস্তান্তর ষ্ট্যাম্প ফরম-১১৭ এর সাথে সংযুক্ত করে শেয়ার সার্টিফিকেট সহ বিক্রেতাকে ক্রেতার নিকট প্রদান করতে হবে।

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ অনুযায়ী মোবাইল কোম্পানী সমূহের শেয়ার হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিটিআরসি'র উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিটিআরসির কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সরকারের প্রচলিত অন্য সকল আইন কানুন সংশ্লিষ্ট কোম্পানী পরিপালন করেছে কিনা তা যাচাই করা। কিন্তু শেয়ার হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সময় বিটিআরসি উক্ত বিষয়টি যথাযথভাবে অনুসরণ না করে শেয়ার হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করায় সরকারের এই বিপুল পরিমাণ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের বিধান অনুযায়ী কোন কোম্পানীর শেয়ার মূলধন বা মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কমিশন/ সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। কমিশন আইন মোতাবেক সরকারের সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান ও অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ পালনের শর্ত সাপেক্ষে বর্ণিত শেয়ার হস্তান্তরের পূর্বানুমতি প্রদান করেছে। শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম Registered of Joint Stock Companies and Firms (RJSC) এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) এর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে। কোম্পানীর মূলধন নির্ণয় এবং ষ্ট্যাম্প বাবদ মূল্য বা ফি আদায়ের দায়িত্ব কমিশনের নয়।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাবে বলা হয়েছে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান পালন সাপেক্ষে শেয়ার হস্তান্তরের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাই সরকারের সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সময় বিটিআরসি আপত্তিতে উল্লেখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে অনুসরণ না করে শেয়ার হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করায় সরকারের ২০,৯৯,৯৯,৯৭৯ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। যার দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত টাকা আদায়যোগ্য।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- রাজস্ব ক্ষতিকৃত উক্ত টাকা আদায় করে এর প্রমাণ পত্র অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫।

**শিরোনামঃ একুশে টেলিভিশনের নিকট হতে তরঙ্গ ও বেতার যন্ত্রের লেভী / চার্জ আদায় না করায় ১৭,৪৩,৭০,২০০ টাকা এবং জরিমানা আদায় না করায় ৩৫,৯০,৩২,২৩২ টাকাসহ সর্বমোট ৫৩,৩৪,০২,৪৩২ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরু থেকে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ০৯-০৩-১৯৯৯ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়, একুশে টেলিভিশনকে টেরেস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট টেলিভিশন সম্প্রচারের লাইসেন্স প্রদান করে। যার প্রেক্ষিতে সাবেক তরঙ্গ ও বেতার বোর্ড একুশে টেলিভিশনের অনুকূলে ২৯-১১-১৯৯৯, ০৯-১২-৯৯ এবং' ০৬-০৩-২০০০ তারিখে টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোয়েভ এবং স্যাটেলাইট তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করে।
- বিটিআরসি ৩১-০১-২০০২ তারিখে গঠিত হওয়ার পর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নতুন রেইট লিষ্ট অনুযায়ী বিটিআরসি ২০০২ সালের জন্য একুশে টেলিভিশন কর্তৃক ব্যবহৃত টেরেস্ট্রিয়াল, মাইক্রোওয়েভ এবং স্যাটেলাইট তরঙ্গ এবং বেতার যন্ত্রের চার্জ বাবদ ১৭,৪৩,৭০,২০০ টাকা দাবী করে এবং যথাসময়ে টাকা পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য ১৫% চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ দাবী করে থাকে। কিন্তু একুশে টেলিভশন ২০০২ সালের উক্ত রাজস্ব বিটিআরসিকে প্রদান করেনি **(পরিশিষ্ট-"ঙ" সংযুক্ত)**।
- উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য আপীল বিভাগের নির্দেশে একুশে টেলিভিশন লিঃ এর সম্প্রচার লাইসেন্স ২৯-৮-২০০২ তারিখে বাতিল করার প্রেক্ষিতে একই তারিখে বিটিআরসি একুশে টেলিভিশনের বিপরীতে বরাদ্দকৃত টেরেস্ট্রিয়াল, মাইক্রোওয়েভ এবং স্যাটেলাইট তরঙ্গ বাতিল করে দেয়।
- পরবর্তীতে অর্থাৎ ০৭-৩-২০০৭ তারিখে মহামান্য হাইকোর্টের অন্তবর্তীকালীন নির্দেশের প্রেক্ষিতে বিটিআরসি তাদের প্রত্যাহারকৃত আদেশ বাতিল করে একুশে টেলিভিশনের অনুকূলে পূর্বে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ (টেরেস্ট্রিয়াল এবং স্যাটেলাইট) বহাল রাখে এবং ২০০৭ সালের চার্জ বাবদ (টেরেস্ট্রিয়াল এবং স্যাটেলাইট) ১৫,০৮,২৫,১০০ টাকা দাবী করে।
- আরো উল্লেখ্য যে, বিটিআরসি'র ৯২ তম কমিশন সভায় ২০০৭ সালের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ করা হলেও একুশে টেলিভিশন তা ব্যবহার করতে না পারায় উক্ত সময়ের রাজস্ব দাবী ১৫,০৮,২৫,১০০ বাতিল করে।
- এমতাবস্থায়, ২০০২ সালের জন্য টেরেস্ট্রিয়াল, মাইক্রোওয়েভ এবং স্যাটেলাইট তরঙ্গ বাবদ ১৭,৪৩,৭০,২০০ টাকা এবং ২০০২-২০০৩ হতে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত সময়ের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাবদ ৩৫,৯০,৩২,২৩২ টাকা সহ সর্বমোট ৫৩,৩৪,০২,৪৩২ টাকা একুশে টেলিভিশনের নিকট হতে আদায় না করায় বিটিআরসি'র আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- ২০০২ সালে টেরেস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট ও মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ বেতার যন্ত্রের চার্জ বাবদ যে ১৫,০৮,২৫,১০০ টাকার হিসাব করা হয়েছিল তা অনুমোদিত রেইট লিষ্ট অনুযায়ী না হওয়ায় উহা সংশোধন করার পর একুশে টেলিভিশনের নিকট ২০০২ সালের জন্য বিটিআরসির পাওনা দাঁড়ায় মোট ১৭,৪৫,৭৮,২০০ টাকা। যেহেতু ২০০৭ সালের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ করা হলেও সংস্থাটি তা ব্যবহার করতে পারেনি তাই ৯২ তম কমিশন সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৯-০৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ বাতিল করে শুধুমাত্র ২০০২ সালের জন্য বিটিআরসি প্রাপ্য ১৭,৪৫,৭৮,২০০ টাকা আদায়ের জন্য সংশোধিত ডিমান্ড নোট ইস্যু করা হয়েছে। বকেয়া রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি পরে অবহিত করা হবে।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ** আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাবে ২০০২ সালের (টেরেস্ট্রিয়াল, স্যাটেলাইট ও মাইক্রোওয়েভ) চার্জ বাবদ ১৫,০৮,২৫,১০০ টাকা সংশোধন করে ১৭,৪৫,৭৮,২০০ টাকা নির্ধারণ করে অর্থ পরিশোধের জন্য ডিমান্ড নোট ইস্যু করা হয়েছে। কিন্তু একুশে টেলিভিশন যথাসময়ে উক্ত অর্থ পরিশোধ না করায় বিটিআরসি'র ১৯-০২-২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় কমিশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নতুন রেটলিষ্ট মোতাবেক ১৫% চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সহ উক্ত টাকা আদায়ের জন্য দাবী পেশ করেনি। তাই উক্ত টাকার উপর ২০০২-২০০৩ সাল হতে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ক্যালকুলেশন করে অনতিবিলম্বে সমুদয় টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে উহার প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন,২০০১ এর ২৬ ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, ''কমিশন উহার প্রাপ্য সকল ফিস, চার্জ, প্রশাসনিক জরিমানা এবং অনধিক সকল পাওনা, সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে Public demand Recovery Act 1913 এর বিধান অনুযায়ী আদায় করিতে পারিবে''।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- একুশে টেলিভিশনের নিকট হতে উক্ত বকেয়া রাজস্ব জরুরী ভিত্তিতে আদায় করে উহার প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬।

**শিরোনামঃ** **স্পেকট্রাম চার্জ প্রাইসিং ফর্মূলা অনুযায়ী Area Factor (AF) সঠিকভাবে হিসাব না করায় আর্থিক ক্ষতি ২৪,৭৪,২৩,৪০৪ টাকা।**

**বিবরণঃ**

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু হতে ২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসর পর্যন্ত লাইসেন্সিং কার্যক্রম বিশেষ নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিটিআরসি সেলুলার মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে ০১-০৭-২০০৬ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত ফর্মুলা অনুযায়ী স্পেকট্রাম চার্জ আদায় করছে **(পরিশিষ্ট-"চ" সংযুক্ত)**।
- Spectrum Charge in Taka = STU x CF x BW x AF x BF
- উল্লেখ্য যে, AF হ'ল Area Factor For Access Frequency। বিটিআরসি কর্তৃক ১৭-৭-২০০৬ তারিখে জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী AF =১,৩৪,২৭৫ বর্গ কিলোমিটার এবং বিটিআরসি ০১-৭-২০০৬ তারিখ হতে অডিট চলাকালীন পর্যন্ত AF =১,৩৪,২৭৫ বর্গ কিলোমিটার হিসাব করে ৬টি সেলুলার মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে স্পেকট্রাম চার্জ আদায় করে আসছে। আরো উল্লেখ্য যে, বিটিআরসি ঐ সময় বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলে মোবাইল সার্ভিস প্রদানে বিধি নিষেধ থাকায় সমগ্র বাংলাদেশের আয়তন থেকে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবনের আয়তন বাদ দিয়ে এরিয়া ফ্যাক্টর (AF) ১,৩৪,২৭৫ বঃ কিঃ বিবেচনা করে সার্কুলার জারী করে।
- পরবর্তীতে আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন ০৪-৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলার পৌরসভা সমূহে, ৩১-১২-২০০০৮ তারিখে উক্ত ৩টি জেলার সকল উপজেলায় (বরকল এবং বাঘাইছড়ি ব্যতীত) এবং সর্বশেষ ০২-২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে বরকল ও বাঘাইছড়ি উপজেলায় মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করে। এবং ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে বিটিআরসি ০৫-৫-২০০৮ তারিখে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলার পৌরসভাসমূহে, ৩১-১২-২০০৮ তারিখে বরকল ও বাঘাইছড়ি ব্যতীত সকল উপজেলায় এবং সর্বশেষ ১৫-০২-২০১০ তারিখে বরকল ও বাঘাইছড়িতে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের অনুমতি প্রদান করে।
- আরো উল্লেখ্য যে, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটিকে নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা হলেও ৬টি সেলুলার মোবাইল কোম্পানী এ এলাকার জন্য কোন স্পেকট্রাম চার্জ প্রদান করেনি। ৬টি মোবাইল কোম্পানী জানুয়ারী ২০০৯ থেকে জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়ে AF =১,৩৪,২৭৫ বঃ কিঃ হিসেবে স্পেকট্রাম চার্জ বাবদ ২৪৯,৮৮,৯২,৬৫৮ টাকা প্রদান করে।
- অপরদিকে সমগ্র বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক থাকায় AF =১,৪৭,৫৭০ বঃ কিঃ। বিটিআরসি জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়ে AF =১,৪৭,৫৭০ বঃ কিঃ হিসেবে অর্থ আদায় করলে স্পেকট্রাম চার্জ বাবদ বিটিআরসি'র আয় হতো ২৭৪,৬৩,১৬,০৬৪ টাকা। ফলে উক্ত সময়ে বিটিআরসি'র ক্ষতি হয় (২৭৪,৬৩,১৬,০৬২ - ২৪৯,৮৮,৯২,৬৫৮) = ২৪,৭৪,২৩,৪০৪ টাকা।
- এমতাবস্থায়, শিরোনামে বর্ণিত অর্থ সহ ০৫-০৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল বকেয়া হিসাব করে মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে বকেয়া অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন এর অনুমতিক্রমে তিনটি ধাপে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করায় এবং ভারত ও মায়ানমার সীমান্তের জিরোলাইন থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা নেটওয়ার্ক কভারেজের বাইরে থাকায় প্রকৃতপক্ষে কতটুকু এরিয়ার জন্য স্পেকট্রাম চার্জ আদায় করা হবে সে তথ্য না থাকায় স্পেকট্রাম চার্জ আদায় করা হয়নি, পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলার পৌরসভা ও উপজেলা সমূহের আওতায় কতটুকু তা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জানার পর স্পেকট্রাম চার্জ আদায় করা হবে। এ ব্যাপারে যোগাযোগ চলছে।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ** আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব সন্তোষজনক নহে। কেননা কর্তৃপক্ষ ২০০৮ সালে ও সর্বশেষ ২০১০ সালে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের অনুমতি দেন। তাই ৩ বৎসর পরেও আয়তন কতটুকু তা জানার জন্য পত্র যোগাযোগ চলছে - মন্তব্য যথাযথ নয়। অতএব, শিরোনামে বর্ণিত অর্থসহ ০৫-৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল বকেয়া হিসাব করে মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে অথবা দায়ী কর্মকর্তাদের নিকট হতে বকেয়া অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- অনতিবিলম্বে উক্ত টাকা আদায় নিশ্চিত করে উহার প্রমাণকসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৭।

শিরোনামঃ **Spectrum Tariff Unit (STU) এর মূল্য যথাসময়ে সংশোধন না করায় বিটিআরসি'র আর্থিক ক্ষতি ৬২,৪৭,২৩,১৬৪ টাকা।**

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু হতে ২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসর পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রম বিশেষ নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিটিআরসি সেলুলার মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে ০১-০৭-২০০৬ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত ফর্মূলা অনুযায়ী Spectrum Charge আদায় করে আসছে (পরিশিষ্ট-"ছ" সংযুক্ত)।
- Spectrum Charge in Taka = STU x CF x BW x AF x BF
- বিটিআরসি ০১-৭-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে STU এর মূল্য ৬০ টাকা Per MHz per Sq. km. নির্ধারণ করেছিল। উল্লেখ্য যে, স্পেকট্রাম প্রাইসিং ফর্মূলা অনুযায়ী STU দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা, জিডিপি, টেলিকম সেক্টরের পরিধি, অপারেটরদের আয়, ডলার রেট এবং বিটিআরসি'র ব্যয় বিবেচনাপূর্বক STU এর মূল্য ৬০ টাকা ধরা হয়।
- আরো উল্লেখ্য যে, বিটিআরসি.স্পেকট্রাম চার্জ আদায়ের সার্কুলার ১৭-৭-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করে এবং ০১-৭-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে এ চার্জ আদায় কার্যকর করে এবং একই সার্কুলারে ২ বৎসর ৬ মাস পর অর্থাৎ ০১-১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে স্পেকট্রাম চার্জ সংশোধনের কথা বলা হয়েছে।
- ২ বৎসর ৬ মাস পর জিডিপি, অপারেটরদের আয়, ডলার রেট, টেলিকম সেক্টরের পরিধি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এবং STU এর ফর্মূলা অনুযায়ী বিটিআরসি'র ব্যয় (Total Costs) বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বিটিআর'সি কর্তৃক STU এর মূল্য সংশোধন করা হয়নি।
- উল্লেখ্য যে, জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়ে স্পেকট্রাম প্রাইসিং ফর্মূলা অনুযায়ী STU এর মূল্য ৬০ টাকা ধরে বিটিআরসি ৬ টি মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে স্পেকট্রাম চার্জ বাবদ ২৪৯,৮৮,৯২,৬৫৮ টাকা আদায় করে। কিন্তু বিটিআরসি তার ১৭-৭-২০০৬ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী ২ বৎসর ৬ মাস পর অর্থাৎ ০১-০১-২০০৯ তারিখে স্পেকট্রাম চার্জ সংশোধনপূর্বক STU এর মূল্য ৭৫ ঢাকা নির্ধারণ করলে জানু,২০০৯ হতে জুন,২০১০ পর্যন্ত সময়ে স্পেকট্রাম চার্জ বাবদ বিটিআরসি'র আয় হতো ৩১২,৩৬,১৫,৮২২ টাকা অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিটিআরসি'র আর্থিক ক্ষতি হয় (৩১২,৩৬,১৫,৮২২ - ২৪৯,৮৮,৯২,৬৫৮)= ৬২,৪৭,২৩,১৬৪ টাকা।
- উল্লেখ্য যে, বিটিআরসি ১১৮ তম কমিশন সভায় (২৩-০৮-২০১০ তারিখ) STU এর মূল্য ৭৫ ঢাকা নির্ধারণ করে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- কমিশনের ১১৮ তম সভায় STU=৭৫ টাকা নির্ধারণ করে সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর লাইসেন্স নবায়ন গাইড লাইনে অন্তর্ভূক্ত করে গাইড লাইনটি জারী করা হয়। কিন্তু ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বিটিআরসির সুপারিশ না রেখে =৭০ টাকা নির্ধারণ করে পুনরায় সংশোধিত গাইডলাইন জারী করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিটিআরসি পুনরায় গাইড লাইন জারি করছে। এছাড়া ২০১০ সালে টেলিযোগাযোগ আইন সংশোধন করে যাবতীয় ট্যারিফ নির্ধারণের ক্ষমতা ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যাস্ত হওয়ায় সময়মত স্পেকট্রাম চার্জ Review করা হয়নি।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ** আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব সন্তোষজনক নহে। কেননা মন্ত্রণালয়ের উপর ক্ষমতা ন্যাস্ত হওয়ার বহু পূর্বে অর্থাৎ ০১-১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে স্পেকট্রাম চার্জ সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। তাই STU এর মূল্য যথাসময়ে সংশোধন না করায় সরকারের ৬২,৪৭,২৩,১৬৪/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের নিকট হতে আদায়যোগ্য অন্যথায় দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- অনতিবিলম্বে উক্ত টাকা আদায় নিশ্চিত করে উহার প্রমাণকসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৮।

**শিরোনামঃ ফ্রিকুয়েন্সী বরাদ্দে অনিয়মের কারণে একুইজিশন ফি বাবদ সরকারের ৮৪০ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

**বিবরণঃ**

- বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু হতে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে অপারেটরদের লাইসেন্স সংক্রান্ত নথি ও ফ্রিকুয়েন্সী বরাদ্দ সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ৩টি মোবাইল অপারেটরকে লাইসেন্সের মেয়াদ ১০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়ে যাবে জানা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ১৫ বৎসরের জন্য ফ্রিকুয়েন্সী বরাদ্দ দেয়ায় সরকারের ৮৪০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-''জ'' সংযুক্ত)**।
- বিস্তারিত পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, গ্রামীণ ফোন, বাংলালিংক ও একটেল এই ৩টি কোম্পানীকে মোট ১২ MHz ফ্রিকুয়েন্সী ১৮ বৎসরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। যার প্রতি MHz এর মূল্য ৮০ কোটি টাকা। যেমন গ্রামীণ ফোন লিঃ কে ৩০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ৭.৪ MHz, বাংলালিংক কে ৩০-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ২.৬ MHz, এবং একটেলকে ০১-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ২ MHz ফ্রিকুয়েন্সী বরাদ্দ দেয়া হয়। উক্ত কোম্পানী / অপারেটরদের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হবে ১০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে। কিন্তু উক্ত অপারেটরগণ লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুনরায় মেয়াদ বৃদ্ধি করবে কিনা তার সিদ্ধান্ত পাওয়ার আগেই ১৮ বৎসরের জন্য ফ্রিকুয়েন্সী বরাদ্দ দেয়া হয়। ফলে ১০-১১-২০১১ এর পর থেকে অতিরিক্ত ১৫ বৎসরের জন্য ফ্রিকুয়েন্সীর সুবিধা MHz প্রতি ১৫০ - ৮০=৭০ কোটি টাকা কম ধার্য্য করায় সরকার ৭০×১২=৮৪০ কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত। ফ্রিকুয়েন্সী সীমিত জাতীয় মূল্যবান সম্পদ যার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করা বিটিআরসির দায়িত্ব। আর সে কারণেই বিটিআরসি ২০০৫ সালে Spectrum Pricing Policy প্রণয়ন করে এবং এর ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সনে বিটিআরসি প্রতি তরঙ্গের মূল্য ৮০ কোটি টাকা ধার্য করে। পরবর্তীতে BTRC কর্তৃক সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি এন্ড লাইসেন্সিং, গাইডলাইন ২০১১ প্রণয়ন করে। উক্ত গাইড লাইনে GSM ১৮০০ ব্রান্ডে প্রতি MHz এর মূল্য ১৫০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়।
- টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর ধারা ২৯(ঘ) মোতাবেক মার্কেট কম্পিটিশন ফ্যাক্টর হিসাবে বিবেচনা করতঃ অপারেটরদের লাইসেন্সের ১১(৮) শর্তানুযায়ী বিটিআরসি কর্তৃক ২০০৮ সালে বরাদ্দকৃত MHz এর মূল্যের সাথে বর্তমান মূল্যের সমন্বয় করতে পারে। যেহেতু অপারেটরদের লাইসেন্সের মেয়াদ ১০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে শেষ, তাই তাদের তরঙ্গ বরাদ্দ উক্ত তারিখ পর্যন্ত দেয়াই আইনসম্মত। তাই কেন অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ১৫ বৎসরের জন্য এ সুবিধা দেয়া হল তার জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- গ্রামীণফোন লিঃ, রবি এ্যাক্সিয়াটা লিঃ এবং ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিঃ এর লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ০৩(তিন ) বৎসর পূর্বে এই তরঙ্গ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০০৮ সাল বা তার পূর্বে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জি,এম,এস ১৮০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডের তরঙ্গ বরাদ্দের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৮০ কোটি টাকা/ মেগাহার্জ তরঙ্গ ঐ সময়ের জন্য তুলনামূলকভাবে সর্বোচ্চ মূল্য। শুধুমাত্র ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য প্রতি মেগাহার্জই ৮০ কোটি টাকা হিসাবে তরঙ্গ বরাদ্দ নিতে কোন অপারেটর আগ্রহী ছিল না। অপারেটরদের দাবীর প্রেক্ষিতে এবং যুক্তিসংগত কারণেই লাইসেন্স নবায়ন হওয়া সাপেক্ষে ১৮ বৎসরের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ** আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, ফ্রিকুয়েন্সী সীমিত জাতীয় মূল্যবান সম্পদ হওয়ায় বিটিআরসি কর্তৃক প্রণীত সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি এন্ড লাইসেন্সিং গাইড লাইন ২০১১ অনুযায়ী GSM ১৮০০ ব্রান্ডে প্রতি MHz এর মূল্য ১৫০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়। তাই ৩টি মোবাইল অপারেটর এর মেয়াদ ১০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়ে যাবে জানা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ১৫ বৎসরের জন্য গ্রামীণ ফোন লিঃ, ওরাসকম টেলিকম বিজিডি লিমিটেড (বাংলা লিংক) এবং এ্যাক্সিয়াটা বাংলাদেশ লিমিটেড (রবি) কে যথাক্রমে ৭.৪ MHz, ২.৬ MHz, ২ MHz ফ্রিকুয়েন্সী বরাদ্দ দেয়ায় সরকারের ৮৪০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। কেননা অপারেটরদের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুনরায় মেয়াদ বৃদ্ধি করবে কিনা তার সিদ্ধান্ত পাওয়ার আগেই ১৮ বৎসরের জন্য ফ্রিকুয়েন্সী বরাদ্দ দেয়া আইন সম্মত নহে।

**অডিটের সুপারিশঃ**

টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর ধারা ২৯(ঘ) মোতাবেক মার্কেট কম্পিটিশন ফ্যাক্টর হিসাবে বিবেচনা করে অপারেটরদের লাইসেন্সের ১১(৮) শর্তানুযায়ী উক্ত আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ অন্যথায় কেন অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ১৫ বৎসরের জন্য এ সুবিধা দেয়া হল তার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সরকারী রাজস্ব ক্ষতির ৮৪০ কোটি টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৯।

**শিরোনামঃ সেবা টেলিকম এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক রেভিনিউ শেয়ারিং আদায় না করায় সরকারের ৬,১৬,৭৬,৫৯০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

**বিবরণঃ**

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু থেকে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে সেবা টেলিকম (বাংলা লিংক) লিঃ এর চুক্তি ও লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত নথি, মোবাইল অপারেটরদের আয় সংক্রান্ত নথি ও রেজিষ্টার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক রেভিনিউ শেয়ারিং আদায় না করায় সরকারের ৬,১৬,৭৬,৫৯০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-'ঝ' সংযুক্ত)**।
- বিস্তারিত পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, বিটিআরসি সেবা টেলিকমকে দুটি অপশন প্রদান করে। 'ক' অপশন হলো- ''গ্রাহকদের নিকট হতে সংগৃহীত ভাড়া ও কল চার্জের ১৫% রেভিনিউ শেয়ারিং প্রতি তিন মাস অন্তর প্রদান করবে''।
- 'খ' অপশন হলো- ''প্রথম পাঁচ বৎসরে প্রতি বৎসর শুরু হওয়ার প্রথম ত্রিশ দিনের মধ্যে ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) মার্কিন ডলার এবং গ্রাহকদের নিকট হতে সংগৃহীত ভাড়া ও কল চার্জের ১% ,

  দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরে প্রতি বৎসর শুরু হওয়ার প্রথম ত্রিশ দিনের মধ্যে ৮,০০,০০০ (আট লক্ষ) মার্কিন ডলার এবং গ্রাহকদের নিকট হতে সংগৃহীত কল চার্জের ১% ,

  তৃতীয় পাঁচ বৎসরে প্রতি বৎসর শুরু হওয়ার প্রথম ত্রিশ দিনের মধ্যে ১৬,০০,০০০ (ষোল লক্ষ) মার্কিন ডলার এবং গ্রাহকদের নিকট হতে সংগৃহীত কল চার্জের ১% রেভিনিউ শেয়ারিং হিসেবে প্রদান করবে''।
- তদপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ সেবা টেলিকম 'ক' অপশন গ্রহণ করে এবং এ আলোকে দ্বিতীয় পক্ষের সাথে প্রথম পক্ষের চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- পরবর্তীতে ০১-৯-২০০৩ তারিখে হঠাৎ 'ক' অপশন পরিবর্তন করে 'খ' অপশন গ্রহণের জন্য বাংলালিংক লিঃ বিটিআরসি বরাবর আবেদন করে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিটিআরসি সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে 'খ' অপশন গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। বিটিআরসি কর্তৃক উক্ত অনুমতি প্রদান সংশ্লিষ্ট চুক্তির ধারা ৩.৩ এর খ(অ) এর পরিপন্থী।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- সেবা টেলিকম Level Playing Field সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশন ও Board of Investment বরাবরে অন্যান্য অপারেটরের মত একই অপশন গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করে আবেদন পেশকালে কমিশন বিষয়টি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় হতে Revenue Sharing Regime এর Changing এর অনুমতি পাওয়ার পরে সেবা টেলিকমকে সে অনুযায়ী প্রস্তাবিত অপশনে বকেয়া টাকা প্রদানের জন্য পত্র দেয়া হয়।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব যথাযথ নহে। কেননা সেবা টেলিকম রেভিনিউ শেয়ারিং প্রদানের জন্য 'ক' অপশন গ্রহণ করে। সম্পাদিত চুক্তি মোতবেক 'ক' অপশনে গ্রাহকদের নিকট হতে সংগৃহীত ভাড়া ও কল চার্জের ১৫% রেভিনিউ শেয়ারিং প্রতি তিন মাস অন্তর প্রদান করবে এবং প্রতি পাঁচ বৎসর পর পর অপশন গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ২য় পাঁচ বৎসর শেষ না হওয়া সত্ত্বেও মাঝপথে অপশন পরিবর্তনের সুযোগ প্রদান করায় সরকার রেভিনিউ শেয়ারিং বাবদ ৬,১৬,৭৬,৫৯০ টাকা আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিটিআরসি সেবা টেলিকম এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের মতামত গ্রহণ করায় সরকারের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি। উক্ত টাকা দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- অনতিবিলম্বে উক্ত টাকা আদায় নিশ্চিত করে উহার প্রমাণকসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১০।

**শিরোনামঃ বিলম্বে রেভিনিউ শেয়ারিং এর অর্থ পরিশোধ করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের ৯৪,৩৪,০০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

**বিবরণঃ**

- চেয়ারম্যান , বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু থেকে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে সেবা টেলিকম (বাংলা লিংক) লিঃ এর লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত নথি ও মোবাইল অপারেটর সমূহের আয় সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিলম্বে রেভিনিউ শেয়ারিং এর অর্থ পরিশোধ করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের ৯৪,৩৪,০০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ঞ" সংযুক্ত)**।

- বিস্তারিত পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, সেবা টেলিকম (বাংলা লিংক) লিঃ চুক্তির ৩.৩ অনুচ্ছেদের (খ)-(আ) মোতাবেক দ্বিতীয় ৫ বৎসরের ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর শুরু হওয়ার প্রথম ৩০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ০২-১১-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ৮,০০,০০০ লাখ মার্কিন ডলার এবং গ্রাহকদের নিকট সংগৃহীত কল চার্জের ১% হারে রেভিনিউ শেয়ারিং প্রদান করবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, নির্ধারিত তারিখের অনেক পরে অর্থাৎ ১৮-০৫-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ৮ লাখ মার্কিন ডলার প্রদান করা সত্ত্বেও কোন জরিমানা আরোপ না করেই রেভিনিউ শেয়ারিং টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক রেভিনিউ শেয়ারিং প্রদানে বিলম্ব হলে ১৫% হারে জরিমানা আদায় করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে জরিমানা আদায় না করায় সরকারের উক্ত পরিমাণ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- সেবা টেলিকম এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের লাইসেন্সের বর্ণিত শর্ত মোতাবেক রেভিনিউ শেয়ারিং এর অপশন পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সরকার গত ০২-১১-২০০৪ খ্রিঃ তারিখ হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের Revenue Sharing Regime এর Option Changing এর অনুমোদন করে। উক্ত তারিখের পূর্বে সেবা টেলিকমের ক্ষেত্রে ১৫% রেভিনিউ শেয়ারিং এর বিধান কার্যকর ছিল। গত ০১-৯-২০০৩ খ্রিঃ তারিখ যথাসময়ে লাইসেন্সের বিধান অনুযায়ী রেভিনিউ শেয়ারিং বাবদ ৮৫,১৫,২৪৪ টাকা পরিশোধ করেছে।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে, কেননা সেবা টেলিকম লিঃ চুক্তির ৩.৩ অনুচ্ছেদের (খ)(আ) মোতাবেক ০২-১১-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ৮,০০,০০০ লাখ মার্কিন ডলার এবং গ্রাহকদের নিকট সংগৃহীত কল চার্জের ১% হারে রেভিনিউ শেয়ারিং প্রদান করবে। কিন্তু সেবা টেলিকম নির্ধারিত তারিখের অনেক পরে অর্থাৎ ১৮-০৫-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ৮ লাখ মার্কিন ডলার প্রদান করা সত্ত্বেও কোন জরিমানা আরোপ না করেই রেভিনিউ শেয়ারিং টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সরকারের ৯৪,৩৪,০০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট অপারেটর/দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- অনতিবিলম্বে উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট অপারেটর/দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে উহার প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১১।

**শিরোনামঃ এয়ার টাইম চার্জ এর বকেয়া ফি ও রেভিনিউ শেয়ারিং এর বকেয়া বাবদ ৩০,১৫,৯৭৬ টাকা অনাদায়ী।**

**বিবরণঃ**

- বিটিআরসি রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু হতে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে মোবাইল অপারেটরদের আয় নথি ও জরিমানা আদায় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, সেবা টেলিকম (প্রাঃ) লিঃ এর নিকট হতে এপ্রিল-জুন/২০০৫ এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০০৫ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া এয়ার টাইম চার্জ ফি ও রেভিনিউ শেয়ারিং এর সর্বমোট ৩০,১৫,৯৭৬ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। যা সরকারী রাজস্ব ক্ষতি হিসেবে বিবেচ্য **(পরিশিষ্ট-"ট" সংযুক্ত)**।

- নথি পত্রাদি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায়, অর্থ ও হিসাব শাখার পত্র নং- BTRC/Finance-269/Late fee realisation/2005-729 Dt. 16/11/2005 এর মাধ্যমে এয়ার টাইম চার্জ এর বকেয়া ফি ১৩,৮১,০৪৫ টাকা এবং পত্র নং- BTRC/Finance-269/arrear airtime/2005-741 Dt. 21-11-2005 এর মাধ্যমে ৬,৭৮,৬৭০ টাকা এবং এল,এল শাখার পত্র নং-বিটিআরসি/এলএল/সেবা-জিএসএম/ফাইন্যান্স (৬৭)/২০০২-১৭১০ তারিখঃ ৩১-৮-২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে এপ্রিল-জুন/২০০৫ এর রেভিনিউ শেয়ারিং এর ৯,৫৬,২৬১ টাকা কমিশনের তহবিলে জমা প্রদানের জন্য সেবা টেলিকম (প্রাঃ) লিঃ কে অনুরোধ করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

- কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত টাকা জমা দেয়ার কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি, এমনকি মোবাইল অপারেটরদের আয় নথিতে ২০০৫-২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়ে উক্ত টাকা জমা দেয়ার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। ফলে সরকারের মোট ৩০,১৫,৯৭৬ টাকা অনাদায়ী রয়েছে, যা রাজস্ব ক্ষতি হিসেবে বিবেচ্য।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- পূর্ণাঙ্গ জবাব সংগ্রহ করে শীঘ্রই অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের বিষয়ে ওরাসকম টেলিকম কে পত্র প্রদান করা হয়েছে।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- অনাদায়ী ৩০,১৫,৯৭৬ টাকা সংশ্লিষ্ট অপারেটর এর নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক। অন্যথায় দায়ী কর্মকর্তাদের নিকট হতে উক্ত টাকা আদায়যোগ্য।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- অনাদায়ী ৩০,১৫,৯৭৬ টাকা দ্রুত আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১২।

**শিরোনামঃ বিটিআরসি'র অনুমোদন ব্যতীত TM International (Bangladesh) Limited (TMIB) এর নাম পরিবর্তন করে AXIATA (Bangladesh) Limited করার প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক জরিমানা কম আরোপ করায় আর্থিক ক্ষতি ৪৯৯,৯৭,০০,০০০ টাকা।**

**বিবরণঃ**

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের শুরু হতে ২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসর পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ১১-১১-১৯৯৬ তারিখে TM International (Bangladesh) Limited কে মোবাইল টেলিকম অপারেটর হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করে এবং ১১-১০-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে বিটিআরসি TM International (Bangladesh) Limited এর সাথে পুনরায় লাইসেন্স চুক্তি সম্পন্ন করে **(পরিশিষ্ট-"ঠ" সংযুক্ত)**।
- উল্লেখ্য যে, TMIB চুক্তির ১১.৬ এবং ২০ নং ধারা লঙ্ঘন করে একতরফাভাবে তাদের নাম ১৫-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পরিবর্তন করে AXIATA (Bangladesh) Limited রাখে এবং ১৬-৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে বিষয়টি বিটিআরসিকে অবহিত করে। অতঃপর বিটিআরসি ১৩-৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের ৭৫ তম কমিশন সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেঃ

  "TM International (Bangladesh) Limited এর নাম পরিবর্তন করে AXIATA (Bangladesh) Limited নির্ধারণ করায় বিষয়টি TM International (Bangladesh) Limited এর সাথে সম্পাদিত Licensing Agreement এর ১১.৬ এবং ২০ নং ধারার পরিপন্থী। এ বিষয়ে TMIB কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো"।
- অতঃপর TMIB ব্যাখ্যার জবাবে বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক ছিল না মর্মে উল্লেখ করে কমিশন বরাবর দুঃখ প্রকাশ করে।
- পরবর্তীতে কমিশন তাদের ৭৮ তম সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেঃ

  "TM International (Bangladesh) Limited কে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ মোতাবেক ৩ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আদায় এবং ভবিষ্যতে লাইসেন্সের বিধি বহির্ভূত কোনরূপ কাজ করবেনা মর্মে কঠোরভাবে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।"
- উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত ২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, "২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন। উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর (খ) উপ-ধারা (৩) এর (অ) দফা (ঘ) এর "৩ (তিন) লক্ষ" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৫০০ (পাঁচশত) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে"। অর্থাৎ ২২-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ (অধ্যাদেশ জারীর তারিখ ) হতে প্রশাসনিক জরিমানা ৩ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৫০০ কোটি টাকা করা হয়।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে TMIB ২০০৯ সনে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও বিটিআরসি ২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রশাসনিক জরিমানা ৫০০ কোটি টাকা না করে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করে। ফলে বিটিআরসি'র আর্থিক ক্ষতি হয় (৫০০ কোটি - ৩ লক্ষ টাকা)=৪৯৯ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- পূর্ণাঙ্গ জবাব সংগ্রহ করে শীঘ্রই অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ এর বিধান মোতাবেক সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব সন্তোষজনক নহে। কেননা TMIB চুক্তির ১১.৬ এবং ২০ নং ধারা লঙ্ঘন করে তাদের নাম ১৫-০৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পরিবর্তন করে AXIATA (Bangladesh) Limited রাখে এবং কমিশন এর অনেক পরে ৭৮ তম সভায় ৩ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আদায় করে কিন্তু অধ্যাদেশ জারী হয় ২২-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ তাই টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত ২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশে প্রশাসনিক জরিমানা ৩ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৫০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট অপারেটর এর নিকট হতে ৪৯৯,৯৭,০০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- AXIATA বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট হতে উক্ত অর্থ আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৩।

শিরোনামঃ বিলম্ব ফি আদায় না হওয়ায় সরকারের ৯৫,১০,৭০৯ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- বিটিআরসি রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু হতে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে মোবাইল অপারেটরদের আয় সংক্রান্ত নথি ও অর্থ শাখার জরিমানা আদায় সংক্রান্ত নথি নং-২৬৯ যাচাইয়ে দেখা যায় যে, টি,এম ইন্টারন্যাশনাল (বাংলাদেশ) লিমিটেড (একটেল) এর নিকট বিভিন্ন মেয়াদের ফি ও চার্জ এর উপর বিটিআরসি হতে পত্র নং-BTRC/Finance-269/Late fee realisation/2005-658 Dt. 5/10/2005 এর মাধ্যমে বিলম্ব ফি বাবদ ১,১১,৬৪,১৮২ টাকা কমিশনের তহবিলে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলে পরবর্তীতে TM International (Bangladesh) Limited ১২-০২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্রে বিলম্ব ফি বাবদ ১৬,৫৩,৪৭৩ টাকার চেক কমিশনে জমা দেয় এবং কমিশন ১৬-০২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে জার্নাল ভাউচার নং-৩১৩-২১ এর মাধ্যমে উক্ত চেক কমিশনের হিসাবে জমা করেন। ফলে দেখা যায় একটেলের নিকট বিলম্ব ফি বাবদ (১,১১,৬৪,১৮২ - ১৬,৫৩,৪৭৩)=৯৫,১০,৭০৯ টাকা বকেয়া রয়েছে যা আদায় হয়নি (পরিশিষ্ট-"ড" সংযুক্ত)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বকেয়া বিলম্ব ফি আদায়ের জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ

- পূর্ণাঙ্গ জবাব সংগ্রহ করে শীঘ্রই অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব মোতাবেক অনতিবিলম্বে টাকা আদায় করে উহার প্রমাণক অডিট অফিসকে অবহিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- উক্ত টাকা আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৪।

**শিরোনামঃ বিলম্বে মোবাইল সেটের রয়ালিটি ও লাইসেন্স ফি এর অর্থ পরিশোধ করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের ৪,০৫,২২,৮৪৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

**বিবরণঃ**

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু থেকে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ (সিটিসেল) এর লাইসেন্স ও মোবাইল অপারেটরদের আয় সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে, বিলম্বে মোবাইল সেটের রয়ালিটি ও লাইসেন্স ফি এর অর্থ পরিশোধ করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের ৪,০৫,২২,৮৪৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ঢ" সংযুক্ত)**।

- নথিপত্রাদি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ কোন রাজস্ব জমা না দেওয়ায় বিটিআরসি হতে বার বার সরকারী রাজস্ব জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং বিটিআরসি'র এল,এল শাখা গত ০৭-০৬-২০০৪ খ্রিঃ তারিখের ৩২১ নং পত্রে মোবাইল সেটের রয়ালিটি বাবদ ৩,২৫,০০০ টাকা প্রদানের জন্য প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেডকে অনুরোধ করে। পরবর্তীতে এল, এল,শাখা ২৮-১১-২০০৪ খ্রিঃ তারিখের ১৭৮ নং পত্রে ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৩ সাল পর্যন্ত আমদানীকৃত ২,৪৫,৫৯৩ টি সেটের রয়ালিটি ও ফি বাবদ ২৭,০১,৫২,৩০০ টাকার সরকারী রাজস্ব জমা দেয়ার জন্য ডিমান্ডনোট ইস্যু করে এবং এর প্রেক্ষিতে উক্ত অপারেটর ৩০-১২-২০০৪ তারিখে সম্পূর্ণ অর্থ জমা দেন। কিন্তু অপারেটর ১ বৎসর পর অর্থ জমা দেয়া সত্ত্বেও বিটিআরসি এক বৎসর বিলম্বের জন্য কোন জরিমানা আরোপ করেনি। সরকারের রাজস্ব অপারেটর কর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার বিধান আছে। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য অপারেটরের যেমন-সেবা টেলিকম, গ্রামীন টেলিকম এর ক্ষেত্রে বিলম্বে মোবাইল সেটের রয়ালিটি ও লাইসেন্স ফি আদায়ের ক্ষেত্রে ১৫% চক্র বৃদ্ধি হারে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে ১৫% জরিমানা আদায়যোগ্য। তাছাড়া টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর বিধি-২৯(ঘ) মোতাবেক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসান, প্রতিযোগিতামূলক এবং বাজার মুখী ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরতা অর্জন এবং সেই লক্ষ্য কমিশনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে যথাযথ খাতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার উল্লেখ থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে এ ধরণের কোন Level Field তৈরী করা হয়নি। তাই প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ এর নিকট হতে জরিমানা বাবদ ৪,০৫,২২,৮৪৫ টাকা আদায়যোগ্য।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- পিবিটিএল এর লাইসেন্স ২৬-৭-১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখে প্রদান করা হয়। উক্ত লাইসেন্সের বিধান অনুযায়ী কোন ধরণের ফি বা চার্জের ক্ষেত্রে বিলম্ব ফি আদায়ের শর্ত ছিল না। কাজেই পিবিটিএল এর লাইসেন্স Revalidation করার পূর্বে রয়ালিটি ও লাইসেন্স ফি'র ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব ফি না থাকায় উহা কমিশনে প্রদান করেনি।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, অন্যান্য মোবাইল অপারেটর এর লাইসেন্স ১৯৯৬ সালে প্রদানের সময় বিলম্বে ফি ও চার্জের ক্ষেত্রে জরিমানা আদায়ের শর্ত ছিল এবং সে অনুযায়ী জরিমানাও আদায় হয়েছে। পিবিটিএল এর ৩১-১২-২০০৩ খ্রিঃ পর্যন্ত মোবাইল সেটের রয়ালিটি ও লাইসেন্স ফি বাবদ ২৭,০১,৫২,৩০০ টাকা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কমিশনে জমা দেয়ার বিধান আছে। সেক্ষেত্রে অপারেটর ১ বৎসর পরে অর্থাৎ ৩০-১২-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে উক্ত অর্থ জমা দেন। তাই অন্যান্য অপারেটর যেমন সেবা টেলিকম, গ্রামীণ টেলিকম এর ক্ষেত্রে বিলম্বের জন্য ১৫% চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা আদায় করা হয়। সে একই নিয়মে পিবিটিএল এর নিকট হতে ১৫% জরিমানা আদায়যোগ্য। তাছাড়া টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর বিধি ২৯(ঘ) মোতাবেক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ, অবসান, প্রতিযোগিতামূলক এবং বাজারমুখী করার জন্য Level Field তৈরী করার উল্লেখ রয়েছে বিধায় অন্যান্য মোবাইল অপারেটর এর ন্যায় জরিমানা আদায়যোগ্য। সরকারের কোটি কোটি টাকা নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী তহবিলে জমা না দিয়ে বৎসরের পর বৎসর অপারেটররা ব্যবসা সম্প্রসারিত করবে আর জরিমানা দিবে না এটা আইনসম্মত নহে। অতএব, আপত্তিকৃত ৪০৫,২২,৮৪৫ টাকা সংশ্লিষ্ট অপারেটর এর নিকট হতে আদায় করা প্রয়োজন অন্যথায় দায়ী কর্মকর্তার নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- অনতিবিলম্বে সরকারী রাজস্ব ক্ষতির ৪,০৫,২২,৮৪৫ টাকা আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৫।

**শিরোনামঃ বিলম্বে লাইনরেন্ট এর অর্থ পরিশোধ করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের ১,৯৬,০২,৯২৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

**বিবরণঃ**

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু থেকে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ (সিটিসেল) এর লাইসেন্স ও মোবাইল অপারেটর সমূহের আয় সংক্রান্ত নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে, বিলম্বে লাইনরেন্ট এর অর্থ পরিশোধ করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের ১,৯৬,০২,৯২৭ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ণ" সংযুক্ত)**।
- নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এল,এল শাখার পত্র নং-বিটিআরসি/এল,এল/ পি,বি,টি,এল/ফাইন্যান্স (১৯৮)/২০০৫-১৫৬৮ তারিখঃ ০৯-৫-২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ কে লাইনরেন্ট এর অর্থ জমা দেয়ার অনুরোধ করা হয় এবং এল এল শাখার ১৫-৫-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের চেক হস্তান্তর সংক্রান্ত একটি চিঠিতে দেখা যায় প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ এর পক্ষ থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর/২০০৩ পর্যন্ত লাইন ভাড়া বাবদ ৯,৫৪,০০,৯১৯ টাকার চেক হিসাব শাখায় প্রেরণ করা হয়, যা বিটিআরসি হিসাবে জমা হয়। কিন্তু সরকারী পাওনা ১ বৎসর ৪ মাস ১৫ দিন বিলম্বে জমা দেয়া হলেও সিটিসেলের নিকট হতে কোন জরিমানা আদায় করা হয়নি। সরকারের রাজস্ব অপারেটর কর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, গ্রাহকগণ অগ্রিম অর্থ প্রদান করে মোবাইলে কথা বলেন। অথচ প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ ৩১ শে ডিসেম্বর,২০০৩ পর্যন্ত সরকারী পাওনা পরিশোধ না করে ব্যবসা করেছে। তাই বিলম্বে লাইনরেন্ট প্রদানের জন্য জরিমানা বাবদ ১,৯৬,০২,৯২৭ টাকা আদায়যোগ্য। অন্যান্য সকল অপারেটর এর কাছ থেকে বিলম্বের জন্য ১৫% জরিমানা আদায় করা হয়েছে, তাই সিটিসেলের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করায় বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর বিধি-২৯(ঘ) মোতাবেক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসান, প্রতিযোগিতামূলক এবং বাজারমূখী ব্যবস্থার উপর ক্রম বর্ধমান হারে নির্ভরতা অর্জন এবং সেই লক্ষ্যে কমিশনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে যথাযথ ক্ষেত্রে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার উল্লেখ থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন Level Field তৈরী করা হয়নি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- পিবিটিএল এর লাইসেন্স ২৬-৭-১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখে প্রদান করা হয়। উক্ত লাইসেন্সের বিধান অনুযায়ী কোন ধরণের ফি বা চার্জের ক্ষেত্রে বিলম্ব ফি আদায়ের শর্ত ছিল না। কাজেই পিবিটিএল এর লাইসেন্স Revalidation করার পূর্বে রয়ালিটি ও লাইসেন্স ফির ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব ফি না থাকায় উহা কমিশনে প্রদান করেনি।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, অন্যান্য মোবাইল অপারেটর যেমন সেবা টেলিকম, গ্রামীণ টেলিকম কে লাইসেন্স প্রদানের সময় বিলম্বে লাইন রেন্ট, ফি প্রদানের ক্ষেত্রে জরিমানা আদায়ের শর্ত রয়েছে এবং সে অনুযায়ী জরিমানাও আদায় হয়েছে। পিবিটিএল এর ৩১-১২-২০০৩ খ্রিঃ পর্যন্ত লাইন ভাড়া বাবদ ১,৯৬,০২,৯২৭ টাকা নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কমিশনে জমা দেয়ার বিধান আছে। সেক্ষেত্রে পিবিটিএল ১ বৎসর ৪ মাস ১৫ দিন পর অর্থাৎ ১৫-০৫-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে উক্ত অর্থ জমা দেন। সরকারের কোটি কোটি টাকা নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী তহবিলে জমা না দিয়ে বৎসরের পর বৎসর অপারেটর ব্যবসা সম্প্রসারিত করবে আর জরিমানা দিবে না এটা আইনসম্মত নহে। তাই অন্যান্য অপারেটর যেমন, সেবা টেলিকম, গ্রামীণ টেলিকম বিলম্বের জন্য ১৫% চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা আদায় করা হয়। সে একই নিয়মে বিপিটিএল এর নিকট হতে ১৫% জরিমানা আদায়যোগ্য। তাছাড়া টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ অনুযায়ী টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ, অবসান এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারমুখী করার জন্য Level Field তৈরীর উল্লেখ রয়েছে বিধায় আপত্তিকৃত ১,৯৬,০২,৯২৭ টাকা সংশ্লিষ্ট অপারেটর এর নিকট হতে আদায় করতঃ অন্যথায় দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- অনতিবিলম্বে উক্ত টাকা আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৬।

**শিরোনামঃ বিলম্ব ফি কম আদায় করায় সরকারের ৮৬,৬১,৬৭৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

**বিবরণঃ**

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু থেকে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে মোবাইল অপারেটরদের লাইসেন্স সংক্রান্ত নথি ও অপারেটরদের আয় রেজিষ্টার যাচাইকালে দেখা যায় যে, প্যাসিফিক বাংলাদেশ লিঃ (সিটিসেল) এর নিকট হতে কম বিলম্ব ফি আদায় করায় সরকারের ৮৬,৬১,৬৭৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-''ত'' সংযুক্ত)**।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, এল,এল শাখা ০৭-৯-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ এর নিকট হতে বিলম্ব ফি এর পে অর্ডার কমিশনের হিসাব শাখায় প্রেরণ করে। এল, এল শাখার ঐ পত্রে বিলম্ব ফি এর জন্য যে সময় ধরে হিসাব করা হয়েছে তা ভুল হওয়ায় কমিশন শিরোনামে বর্ণিত টাকা হতে বঞ্চিত হয়।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

কমিশনের সিদ্ধান্তমোতাবেক গত ০৩-০১-২০০৫ তারিখে পিবিটিএলকে একটি পত্রের মাধ্যমে Retrospective effect স্থগিত করতঃ ৩০-১১-২০০৪ তারিখ হতে লাইসেন্স ফি; রেভিনিউ শেয়ার ইত্যাদি প্রদানের জন্য বলা হয়। বছর শুরুর তারিখ ৩০-১১-২০০৪ এর স্থলে প্রথম বছরের জন্য ফি ইত্যাদি পরিশোধের তারিখ কমিশন হতে সিদ্ধান্ত জানানোর ক্ষেত্রে পত্র প্রেরণের তারিখ ০৩-০১-২০০৫ হতে কার্যকর হয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানটি ০২-০৪-২০০৫ তারিখে ৫৯ দিনের বিল সহ বার্ষিক লাইসেন্স ফি ও বার্ষিক নির্ধারিত ফি এবং ২৮-০৪-২০০৫ তারিখে ১২ দিনের বিলম্ব সহ ১% রেভিনিউ শেয়ারিং জমা দিয়াছে যা লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী সঠিক রয়েছে।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা জবাবে বলা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি ০২-০৪-২০০৫ ও ২৮-০৪-২০০৫ তারিখে বিলম্ব ফি ও রেভিনিউ শেয়ারিং এর অর্থ কমিশনে জমা দিয়াছে যা সত্য নহে। বিটিআরসির জার্নাল ভাউচার নং-৩১৩-০৮ তারিখঃ ০৮-০৯-২০০৫ এ প্রতিষ্ঠানটি ১৫,৫৪,৯৮২/৭০ টাকা জমা দেয়, এল এল শাখার কর্মকর্তারা লাইসেন্স ফি ও সংগৃহীত ভাড়া ও কল চার্জের জন্য জরিমানা ৩০-১১-২০০৪ হতে হিসাব করেছে কিন্তু হিসাব ক্যালকুলেশন ভুল হওয়ায় ৮৬,৬১,৬৭৩ টাকা কম বিলম্ব ফি সরকারী খাতে জমা হয়-যার জন্য উক্ত সময়ের কর্মকর্তারা দায়ী। তাছাড়া আপত্তিটি ছিল কম বিলম্ব ফি আদায় সংক্রান্ত কিন্তু জবাবে বলা হয়েছে বিলম্ব ফি আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি যা সঠিক নহে। অতএব, আপত্তিকৃত ৮৬,৬১,৬৭৩ টাকা দায়ী কর্মকর্তার নিকট হতে আদায় পূর্বক অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- উক্ত টাকা দায়ী কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৭।

শিরোনামঃ **টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটিড রেভিনিউ শেয়ারিং এর অর্থ যথাসময়ে পরিশোধ না করায় জরিমানা বাবদ ১,২৪,৬৫,০০০ টাকা আদায়যোগ্য।**

বিবরণঃ

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু থেকে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটিড এর লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত নথি ও মোবাইল অপারেটরদের আয় সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, রেভিনিউ শেয়ারিং এর অর্থ টেলিটক যথাসময়ে পরিশোধ না করায় জরিমানা বাবদ ১,২৪,৬৫,০০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে **(পরিশিষ্ট-"থ" সংযুক্ত)**।

- বিস্তারিত পর্যালোচনাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে চুক্তির ৭.০১ অনুচ্ছেদ এর শর্ত মোতাবেক বিলম্বে রাজস্ব পরিশোধের ক্ষেত্রে ১৫% হারে জরিমানা আদায় করার বিধান রয়েছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী টেলিটক যথাসময়ে রেভিনিউ শেয়ারিং এর অর্থ পরিশোধ করেনি বিধায় টেলিটকের নিকট হতে ১,২৪,৬৫,০০০ টাকা জরিমানা আদায়যোগ্য।

**সংশ্লিষ্ট অফিসের জবাবঃ**

পাওনা রাজস্ব পরিশোধের তারিখের পূর্ব দিন পর্যন্ত বিলম্ব ফি আদায়যোগ্য। রেভিনিউ শেয়ারিং এর অর্থ পরিশোধের সময় Call Volume অনুযায়ী রেভিনিউ শেয়ারিং এর পরিমাণ যাচাই করা হয় এবং অর্থ পরিশোধের পূর্ব দিন পর্যন্ত বিলম্ব ফি নির্ধারণ করা হয়।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব সন্তোষজনক নহে। কেননা আপত্তিটি জুন/২০১০ পর্যন্ত সময়ের উপর টেলিটক এর নিকট বকেয়া রাজস্ব ০৮.৩১ কোটি টাকার ১৫% জরিমানা হিসাব করে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু পাওনা রাজস্ব এখনও পরিশোধ করেনি তাই পরিশোধের তারিখের পূর্ব দিন পর্যন্ত বিলম্ব ফি নির্ধারণ করা হয়নি। কারণ অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল জুন/২০১০ সাল পর্যন্ত। অতএব, বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পরবর্তী অগ্রগতি জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- জরুরী ভিত্তিতে বকেয়া রাজস্ব আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৮।

**শিরোনামঃ অবৈধ কল টার্মিনেশনের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও সরকারী রাজস্ব ক্ষতির অর্থ আদায় না করায় ১৪ কোটি টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু হতে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে র‍্যাংকস টেলিকম লিঃ এর নথি নং-BTRC/LL/PSTN(National) Ranks(5)/2007 এবং Income রেজিষ্টার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, কমিশন কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন কমিটি-২/৪/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে র‍্যাংকস ভবনের ১৫ তলায় অভিযান চালায় এবং লাইসেন্সের শর্তের বহির্ভূত অবৈধ কল টার্মিনেশনের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় র‍্যাংকস টেলিকমের কাগজপত্র ও যন্ত্রপাতি জব্দ করে এবং টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে, র‍্যাংকস টেলিকম লিঃ তাদের অবৈধ কার্যকলাপের বিষয়ে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। পরবর্তীতে ১১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের কমিশনের সভায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির জন্য র‍্যাংকস টেলিকম এর নিকট ১৪ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে এবং র‍্যাংকস টেলিকম লিঃ ১৪ কোট টাকা ৭/০৭ মাসে কমিশনে জমা দেন। অনুরূপ একই অবৈধ কার্যকলাপের জন্য পিপলস টেলিকম এর নিকট হতে ৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বিটিআরসি আদায় করে থাকে (**পরিশিষ্ট-"দ" সংযুক্ত**)।
- কয়েকটি PSTN লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অবৈধ VOIP টেকনোলজি ব্যবহার করে অবৈধ কল টার্মিনেশনের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি করছে মর্মে সংবাদের প্রেক্ষিতে কমিশনের পরিদর্শন কমিটি ১৮-০৩-২০১০ এবং ১৯-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখে র‍্যাংকস টেলিকম লিঃ এর NOC সরেজমিনে পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানটি অবৈধ কল টার্মিনেশনের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ পায়। এ অবৈধ কার্যকলাপের জন্য কমিশন ১৩-৫-২০১০ তারিখে র‍্যাংকস টেলিকম এর লাইসেন্স বাতিল করে। পরবর্তীতে বিটিআরসি ১৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক জরিমানা ৩ লক্ষ টাকা আরোপ করে র‍্যাংকস টেলিকমের লাইসেন্স বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার করে।
- উল্লেখ্য যে, BTRC তাদের জারীকৃত ০৪-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পত্রে National License Conversion করার পদ্ধতি ও শর্তাবলীর ২০ নং ক্রমিকে অবৈধ কার্যকলাপের জন্য যে পরিমাণ সরকারী রাজস্বের ক্ষতি হবে তা নির্ণয় করে প্রশাসনিক জরিমানাসহ সমুদয় টাকা আদায় করতে পারবে মর্মে উল্লেখ করে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত ২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশের ধারা ১৬-খ(অ) মোতাবেক অবৈধ কার্যকলাপের জন্য সর্বোচ্চ ৫০০ কোটি টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, লাইসেন্সের শর্ত ও টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর বিধান অনুযায়ী কমিশন অবৈধ কল টার্মিনেশনের জন্য র‍্যাংকস টেলিকমের নিকট রাজস্ব ক্ষতির জন্য বিগত ১১-০৭-২০০৭ তারিখে ১৪ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে, তাই একই ধরনের অপকর্মের জন্য র‍্যাংকস টেলিকমের নিকট ১৪ কোটি টাকা আদায়যোগ্য। টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ ৪৬ এর ৩(ঘ) থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৩ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর বিধান অনুযায়ী লাইসেন্সিং শর্ত ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে ২০০৮ সালের ৫৮ নং অধ্যাদেশের পূর্ব পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা করার বিধান ছিল। বর্ণিত অধ্যাদেশ আইনে পরিণত না হওয়ার কারণে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর সংশোধনের পূর্ব পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করার বিধান কার্যকর ছিল। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যের সাথে কোন মিল না থাকায় উহা গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা র‍্যাংকস টেলিকম এর নিকট অবৈধ কল টার্মিনেশনের জন্য কমিশনের ১১-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৪ কোটি টাকা আদায় করা হয়। তাই একই ধরণের কৃতকর্মের জন্য র‍্যাংকস টেলিকমের নিকট ১৪ কোটি টাকা আদায়যোগ্য। বিটিআরসি তাদের জারীকৃত ০৪-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পত্রে National License Conversion করার পদ্ধতি ও শর্তাবলীর ২০ নং ক্রমিকে অবৈধ কার্যকলাপের জন্য যে পরিমাণ সরকারী রাজস্বের ক্ষতি হবে তা নির্ণয় করে প্রশাসনিক জরিমানাসহ সমুদয় টাকা আদায় করতে হবে উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু র‍্যাংকস টেলিকম অবৈধ VOIP টেকনোলজি ব্যবহার করে অবৈধ কল টার্মিনেশনের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সেহেতু রাজস্ব ক্ষতির অর্থ বাবদ ১৪ কোটি টাকা আদায়যোগ্য।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- অনতিবিলম্বে উক্ত টাকা আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৯।

**শিরোনামঃ PSTN অপারেটর ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদেশ লিঃ অবৈধ VOIP এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের ৪৯৯.৯৭ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

**বিবরণঃ**

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি'র শুরু হতে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে PSTN মোবাইল অপারেটর ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদেশ লিঃ এর নথি নং-ওয়ার্ল্ডটেল (২৪৫)/পার্ট-৫/২০০৯ যাচাইয়ে দেখা যায় যে, PSTN অপারেটরের ওয়ার্ল্ডটেল লিঃ অবৈধ VOIP এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সরকারী রাজস্বের ক্ষতি সাধন করা সত্ত্বেও জরিমানা না করায় সরকারের ৪৯৯.৯৭ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ধ" সংযুক্ত)**।

- বিস্তারিত পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদেশ লিঃ এর অনুকূলে ১৩-৫-২০০৯ তারিখে ১৫ বৎসর মেয়াদী PSTN লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। উক্ত লাইসেন্স এর আওতায় ওয়ার্ল্ডটেল ঢাকা মহানগরীতে গ্রাহকদের PSTN সুযোগ প্রদান শুরু করে। কিন্তু উক্ত কোম্পানীটি নিয়মিত বৈধ ব্যবসার পরিবর্তে অবৈধভাবে VOIP ব্যবসা শুরু করে। বিগত ১৬-৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখে BTRC এর পরিদর্শন দল ওয়ার্ল্ডটেল এর Network Operation Center (NOC) সরেজমিনে পরিদর্শনে অবৈধ কল টার্মিনেশন সহ বরাদ্দকৃত Frequency অবৈধভাবে ব্যবহারের প্রমাণ পায়। উক্ত অবৈধ কার্যক্রমের জন্য BTRC এর ৯৪ তম কমিশন সভায় টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ এর ৪৬(৩) খ ধারা অনুযায়ী ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদেশ লিঃ এর লাইসেন্স বাতিল করে। কিন্তু বিটিআরসি অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ আদায় করেনি। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত ২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ মোতাবেক অপারেটরগণ অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করলে কমিশন বর্ণিত অপারেটরের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা করতে পারবে এবং লাইসেন্সধারীকে জরিমানা পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপারেটরের বিরুদ্ধে যথাযথ পরিমাণ জরিমানা আদায় করা হয়নি। পক্ষান্তরে বিগত ২৭-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করে পুনঃরায় PSTN কার্যক্রম চালু করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (৫০০.০০ কোটি - ৩.০০ লাখ)=৪৯৯.৯৭ কোটি টাকা।
- উল্লেখ্য যে, অভিযানের পূর্বে ওয়ার্ল্ডটেল এর কল ছিল প্রতিদিন ১৬,৫৭৫ টি এবং পেইড মিনিট ছিল ১,১৩,৯১১ মিনিট অভিযানের পর প্রতিদিন কল সংখ্যা নেমে আসে ২,৯৫৬ ও পেইড মিনিট ২৫,২৮৭ মিনিট।
- আরো উল্লেখ্য যে, বিটিআরসির তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় PSTN অপারেটরগণের Main Switching Centre (MSC) বন্ধ করায় বৈধ পথে আন্তর্জাতিক কল বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জানুয়ারী/২০১০ এ আন্তর্জাতিক কল ৯৩.১২ কোটি, ফেব্রুয়ারী/২০১০ এ ৯৬.৮৬ কোটি, মার্চ/২০১০ এ ১২১.২৪ কোটি ও এপ্রিল/২০১০ এ ১৩৭.৭১ কোটি এসে দাঁড়ায়। উপরের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় VOIP এর মাধ্যমে কল টার্মিনেশন করায় সরকার বিপুল অংকের অর্থ রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ সরেজমিনে অবৈধ কার্যক্রম ধরা সত্ত্বেও কোন জরিমানা আদায় করা হয়নি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন,২০০১ এর বিধান অনুযায়ী লাইসেন্সিং শর্ত ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে ২০০৮ সালের ৫৮ নং অধ্যাদেশের পূর্ব পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা করার বিধান ছিল। বর্ণিত অধ্যাদেশ আইনে পরিণত না হওয়ার কারণে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর সংশোধনের পূর্ব পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করার বিধান কার্যকর ছিল। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত ২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ মোতাবেক অপারেটরগণ অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করলে কমিশন বর্ণিত অপারেটরদেরকে ৫০০ কোটি টাকা প্রাশাসনিক জরিমানা আদায় করতে পারবে এবং এই অধ্যাদেশ বলে গ্রামীণ ফোনের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ আইনে পরিণত না হওয়ার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়তঃ ২০১০ সনের ৪১ নং আইনের ৫৪ ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ) এর কার্যকারিতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কার্যধারা সূচীত হইয়া থাকিলে বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনেই সূচীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে"। আরো উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর অধিক সংশোধনকল্পে প্রণীত ২০১০ সনের ৪১ নং আইনের ৩২ নং ধারায় অনধিক ১০০ কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করার বিধান রয়েছে। তাই ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদেশ লিঃ এর অবৈধ কার্যক্রম সরেজমিনে ধরা পড়ায় ২০০৮ সনের অধ্যাদেশ ৫৮ অনুযায়ী অনাদায়ী ৪৯৯.৯৭ কোটি টাকা আদায় করা প্রয়োজন ছিল।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট হতে উক্ত টাকা আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২০।

শিরোনামঃ **৬,০০,০০,০০০ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে PSTN লাইসেন্স প্রদান।**

বিবরণঃ

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু হতে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে PSTN অপারেটর ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদেশ লিঃ লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ওয়ার্ল্ডটেল ৬ (ছয়) কোটি টাকার পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান না করা সত্ত্বেও বিটিআরসি অনিয়মিতভাবে ১৩-০৫-২০০৯ তারিখে ১৫ বৎসর মেয়াদী PSTN লাইসেন্স প্রদান করেছে (**পরিশিষ্ট-"ন" সংযুক্ত**)।

- বিস্তারিত পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, PSTN লাইসেন্স এর গাইডলাইন এর ৯.০২ ও ৩৩.০১ ধারার শর্ত মোতাবেক PSTN লাইসেন্স পেতে হলে ৬ কোটি টাকার (PBG) ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওয়ার্ল্ডটেল কোন ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান না করা সত্ত্বেও BTRC কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে, যা PSTN গাইড লাইনের নীতিমালার পরিপন্থী।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- বর্তমানে সকল পিএসটিএন অপারেটরের ব্যাংক গ্যারান্টি সংক্রান্ত বিষয়টি কমিশনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। কমিশনের উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সকল পিএসটিএন লাইসেন্সধারীদের ব্যাংক গ্যারান্টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব মোতাবেক কমিশনের সকল পিএসটিএন লাইসেন্সধারীদের ব্যাংক গ্যারান্টির বিষয়ে যথাসময়ে আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত ছিল।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট হতে উক্ত টাকা আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২১।

**শিরোনামঃ অবৈধ VOIP ব্যবসা করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের ৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

**বিবরণঃ**

- বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা অফিসের শুরু থেকে ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে PSTN অপারেটর পিপলস টেলিকমিউনিকেশন্স এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিস লিঃ এর নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, উক্ত অপারেটর অবৈধ VOIP ব্যবসা পরিচালনা করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করায় সরকারের ৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"প" সংযুক্ত)**।

- বিস্তারিত পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, পিপলস টেলিকমিউনিকেশন্স এন্ড ইনফরমেশন লিঃ কে গত ২৫-০১-২০০৫ তারিখে রিজিওনাল PSTN লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-৯-২০০৬ তারিখে ন্যাশনাল PSTN (ইষ্ট-ওয়েষ্ট) ও ১৭-৩-২০০৮ তারিখে ন্যাশনাল PSTN লাইসেন্স প্রদান করা হয়। উক্ত লাইসেন্স এর আওতায় অপারেটর ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত গ্রাহকদের PSTN সংযোগ প্রদান করে। কিন্তু উক্ত অপারেটর নিয়মিত ব্যবসার পরিবর্তে অবৈধভাবে VOIP ব্যবসা পরিচালনা করলে বিগত ২১-০৩-২০১০ তারিখে BTRC উক্ত অপারেটর এর সুইচরুমে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধভাবে কল টারমিনেশনের প্রমাণ পায়। উক্ত অবৈধ কার্যক্রমের জন্য BTRC ২৯-০৩-২০১০ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন-২০০১ এর ৪৬ ধারা অনুযায়ী PSTN লাইসেন্স বাতিলের জন্য নোটিশ জারি করে। পরবর্তীতে কমিশনের ৯৪ তম সভায় (তারিখ ১০-৫-২০১০) উক্ত অপারেটরের লাইসেন্স বাতিল করে। কিন্তু এই অবৈধ কার্যক্রমের জন্য কোন জরিমানা আদায় করেনি। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত ২০০৮ সালের ৫৮ নং অধ্যাদেশ এর ক্রমিক ১৪(খ) তে উক্ত অবৈধ কার্যকলাপের জন্য সর্বোচ্চ ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা জরিমানা আরোপ করার বিধান থাকা সত্ত্বেও কোন জরিমানা আরোপ করা হয়নি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- পিপলস টেলিকমিউনিকেশন্স এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিঃ এর লাইসেন্স বাতিলের আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়টি এখনও কমিশনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে।

**মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ**

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

**অডিটের মন্তব্যঃ**

- জবাব সন্তোষজনক নহে। উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ আইনে পরিণত না হওয়ার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়তঃ ২০১০ সনের ৪১ নং আইনের ৫৪ ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ) এর কার্যকারিতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কার্যধারা সূচীত হইয়া থাকিলে বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনেই সূচীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে"। আরো উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর অধিক সংশোধনকল্পে প্রণীত ২০১০ সনের ৪১ নং আইনের ৩২ নং ধারায় অনধিক ১০০ কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করার বিধান রয়েছে। ২০০৮ সনের অধ্যাদেশের ৫৮ নং অনুযায়ী অবৈধ কার্যক্রমের জন্য জরিমানা ৫০০ কোটি টাকা আদায় করতে হবে। এ বিষয়ে কমিশনের পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

**অডিটের সুপারিশঃ**

- পিপলস্ টেলিকমিউনিকেশন্স এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিস লিঃ এর নিকট হতে উক্ত অর্থ আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
০৪-০৯-১৩
(মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৮৩১৬০৯৯